শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ-বাণী

শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের ৯৩ তম
শুভার্বিভাব-বাসরে

—বন্দনকুসুমাঞ্জলি—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ রেজিঃ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলি-৫৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ-বাণী

শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের ৯৩ তম
শুভাবির্ভাব-বাসরে

—বন্দনকুসুমাঞ্জলি—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ রেজিঃ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলি-৫৫

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীল-সঙ্ঘ

(রেজিষ্টার্ড নং—এস/৪৬৫০৬)

৪৮৭, দমদম পার্ক (৩ নং পুকুরের নিকট

কলিকাতা ৭০০০৫৫। ফোন নং ৫৭-৩২৯৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

কোলেরগঞ্জ, পোঃ নবদ্বীপ,

জেলা নদীয়া, পঃ বঃ, ফোন-নবদ্বীপ-৮৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ (গীতাশ্রম)

গৌরবার সাহী, স্বর্গদ্বার, পুরী—পিন ৭৫২০০১—উড়িষ্যা

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম

গ্রাম+পোঃ হাপানিয়া, জেলা বর্দ্ধমান।

পশ্চিমবঙ্গ।

নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী

ও শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সংঘের

—ঃ রেজিষ্টার্ড পরিচালক সমিতি ঃ—

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের

অনুকম্পিত ও মনোনীত

বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

সম্পাদক—

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপ্রপন্নকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ (রেজিঃ)

৪৮৭ নং দমদম পার্ক, কলিকাতা ৭০০০৫৫ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের ৯৩-তম শুভ আবির্ভাব তিথি পূজাবাসরে

—ঃ দীন-হীনের প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি ঃ—

শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্যবর্য্য পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিদেবগোস্বামী
শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

আগামী ৯ দামোদর (৫০১ গৌরাব্দ), ২৯ আশ্বিন (১৩৯৪ বঙ্গাব্দ), ১৬ অক্টোবর (১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার কৃষ্ণনবমী তিথিতে ওঁ শ্রীনিত্যানন্দান্বয় শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর শুভ আবির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ আচার্য্যবর্য্য পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের ত্রিনবতিতম (ত্র্যধিক নবতিতম বা ৯৩ তম) পরম মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিকে আমি পরমাদরে কায়মনোবাক্যে বন্দনা করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতেছি। তিনি আমার তিন বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ, শুধু বয়সে জ্যেষ্ঠমাত্র নহেন, বৈষ্ণবোচিত যাবতীয় গুণে সাধনে-ভজনে তিনি আমা অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ, আমার পরমপূজ্য, তাঁহার শ্রীচরণরেণূ আমার মাথার মণি। বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা মধ্যে বৈষ্ণব-মহিমা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"ঠাকুর বৈষ্ণব পদ অবনীর সুসম্পদ
শুন ভাই হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ॥

বৈষ্ণব-চরণ-জল প্রেমভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥

তীর্থজল পবিত্র গুণে লিখিয়াছে পুরাণে
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে এই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥"

আমি মূর্খাদপি মূর্খ, ভাষা-জ্ঞানশূন্য, তাহাতে সাধন-ভজনহীন, কোন যোগ্যতাই নাই, তাই আজ কেবল পূজ্যপাদ মহারাজের শুভ আবির্ভাবতিথিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে আমার অন্তর্হৃদয়ের নিষ্কপট প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি, নিবেদন করিতেছি। অদোষদরশী গুরুশ্রেষ্ঠ ভজনবিজ্ঞ বৈষ্ণবপ্রবর তিনি, আজ দাতা-কল্পতরু-'ভূরিদা' হইয়া আমার সমগ্র জীবনের জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে কৃত সকল অপরাধ—ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দীনাধম আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, 'শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে রতি হউক'—অমায়ায় এই আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। আমার অধন্য জীবন ধন্য হউক—সার্থক হউক।

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ানো না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥"

পরমারাধ্য প্রভুপাদের নিজজন তিনি, তাঁহার কৃপা হইলেই প্রভুপাদের কৃপা-ধন্য হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব। আমাদের নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট সতীর্থ পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামী মহারাজ, বন গোস্বামী মহারাজ-প্রমুখ সকল বৈষ্ণবই পূজ্যপাদ শ্রীধরমহারাজের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ভক্ত-প্রেমবশ্য ভগবান্ তাঁহার নিজ প্রিয়তম ভক্তের পূজাকে নিজের পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন—'মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা—অর্থাৎ আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়,' ইহা তাঁহারই শ্রীমুখবাক্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আগম-বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়া ছ,—প্রহ্লাদের দুঃখনাশার্থ বৈশাখ মাসে যে শ্রীনৃসিংহ দেবের আবির্ভাবতিথি—'নৃসিংহচতুর্দ্দশী'র উদ্ভব, সেই তিথিতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের পূজার পূর্ব্বেই সযত্নে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের পূজা বিহিত হইয়াছে—

"প্রহ্লাদ-ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহ্লাদমগ্রতঃ॥"—হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১৫৪

বাংলা ভাষার আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর-তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থরত্নের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যপ্রিয়গোষ্ঠীর চরণে দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিতেছেন—

"এতেকে করিলুঁ আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ॥"—চৈঃ ভাঃ আ ১।১০।

সুতরাং ভক্তের বন্দনা, ভক্তের গুণগাথা কীর্ত্তন না করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন জিহ্বায় স্ফূর্ত্তি পায় না, ভক্তের কৃপা না হইলে কৃষ্ণকৃপা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। কিন্তু হায়! 'বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ" ইহা শত শতবার সাধুমুখে শুনিয়াও নিজ অযোগ্যতা বা ভাগ্যদোষে তাহা করিতে পারি না। পরদুঃখদুঃখী কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণবঠাকুর যদি আমাকে অমায়ায় কৃপা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের গুণকীর্ত্তনে যোগ্যতা পাইয়া এই দুর্ব্বলা লেখনী সবলা হইয়া ধন্য হইতে পারিবে।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ যখন ১৯১৮ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীধাম মায়াপুরে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণলীলা আবিষ্কার করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী জগতে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুরই অলৌকিকী কৃপায় তাঁহার বিভিন্ন যোগ্যতা-সম্পন্ন নিজজনগণ প্রভুপাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ অন্যতম। তিনি উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলে, বিশেষতঃ পণ্ডিতবংশে সমুদ্ভূত, উচ্চশিক্ষিত—ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত, অথচ আভিজাত্য পাণ্ডিত্যাদির অভিমানশূন্য। তাঁহার পূর্ব্বনাম—শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য। প্রভুপাদ তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দানের কিছুদিন পরেই শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন, পাঠ-বক্তৃতাদি বিষয়ে প্রচার-কার্য্যের উপযোগী ও বিষয়-বিরক্ত জানিয়া ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করিলেন এবং নামকরণ করিলেন—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর। পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডিত সভায় শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল অপসিদ্ধান্ত খণ্ডনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির অনুকূল সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সচ্ছাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-স্থাপন-নৈপুণ্য-দর্শনে পরমারাধ্য প্রভুপাদ অত্যন্ত সুখানুভব করিতে থাকিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রভুদত্ত 'ভক্তিরক্ষক শ্রীধর' নাম সার্থক হইল। শ্রীধরস্বামিপাদ যেমন 'ভক্ত্যেকরক্ষক'—শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ', তেমন ভক্তপ্রবর শ্রীধর মহারাজও ভগবদভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়া তাঁহাকে প্রচুর সুখদান করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু (পরে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ), শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী (পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ) প্রমুখ কৃতী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের সাহচর্য্যে প্রভুপাদ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্বরূপ মঠ-মন্দির স্থাপন-পূর্ব্বক বিপুল উদ্যমে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। বহু ভক্তিগ্রন্থ মুদ্রিত হইল, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক — ছয়খানি পত্রিকা প্রভুপাদের প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় পাশ্চাত্ত্যদেশে পর্য্যন্তও প্রচার প্রসারিত হইল। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের এক একটি বক্তৃতা এক একটি Thesis তুল্য। আমি একবার তাঁহার গীতা-সম্বন্ধে ভাষণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম।

আমাদের অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—পরমারাধ্য প্রভুপাদ শীঘ্রই তাঁহার প্রকটলীলা সম্বরণেচ্ছায় বিগত ১৯৩৬ সালের শেষভাগে অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পূর্ব্বদিবস তৎপ্রিয়তম শ্রীপাদ শ্রীধরমহারাজের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ-প্রকাশেচ্ছায় তাঁহার অতিপ্রিয় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত "শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন পূজন" ইত্যাদি গীতিটি শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজকে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। প্রভুপাদের অন্তর্গত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কোনভক্ত তথায় উপস্থিত কোন সুরতালজ্ঞ ব্যক্তিকে তাহা গান করিতে বলিলে প্রভুপাদ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি কি এখন সুরতাল—রাগ রাগিণী শুনিতে চাহিতেছি? শ্রীধরমহারাজই গান করুন। তাহাই হইল। মহারাজের গান শুনিয়া প্রভুপাদ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীমুখের বাণী—"ভক্তি-বিনোদ ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'রূপানুগবর' মহাজন। তাঁহার ধারা সংরক্ষণের জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ শ্রীধরমহারাজ প্রমুখ তাঁহার নিজজনগণকে তৎপর হইবার নিমিত্ত শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' ইত্যাদি কীর্ত্তন শ্রবণেচ্ছা প্রকাশদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। সুতরাং পূজ্যপাদ মহারাজ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া আমাদিগকে রূপানুগধারায় শ্রীভক্তিবিনোদমনোহভীষ্ট প্রচারে উৎসাহ প্রদান করুন, ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমরা অদ্যকার শুভদিনে সম্মিলিতকণ্ঠে করযোড়ে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি।

আমাদের অত্যন্ত আনন্দের বিষয়—পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া পাশ্চাত্ত্যদেশীয় বহু সারগ্রাহী সদ্ধর্ম্ম-শ্রবণ পিপাসু মহাত্মাগণ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য-

সারস্বত মঠে আসিয়া মহারাজের শ্রীমুখে প্রশ্নোত্তর মুখে ইংরাজী ভাষায় হরিকথা শ্রবণ করতঃ তাহা "Tape-record" করিয়া লইয়া পরে তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে কএকখানি মহামূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া পাশ্চাত্ত্যের বিদ্বৎসমাজে পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীমুখে শ্রুত পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীচৈতন্যবাণীর অসমোর্দ্ধ, মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে। শ্রীপাদ মহারাজের নিত্য নব-নবায়মান ভাব-বৈচিত্র্য সহ হরিকথা কীর্ত্তন সত্যই অতীব হৃৎকর্ণরসায়ন। শ্রদ্ধালু শুশ্রূষু মাত্রেই তাঁহার কথামৃতপরিবেশন-ভঙ্গীকে সর্ব্বতোভাবে সমাদর করিয়া থাকেন। গুণগ্রাহী ভাগ্যবান্ ভক্ত মাত্রই তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ না হইয়াই পারেন না।

তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় রচিত কএকটি স্তোত্র পাঠ করিয়া স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদই তাঁহার প্রকট-কালে প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে প্রচুর আশীর্ব্বাণী বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁহার যে কি অপূর্ব্ব অনুরাগময়ী ভক্তি বিরাজিত, তাহা তাঁহার একটি "সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং" স্তোত্রেই সুষ্ঠুরূপে পরিস্ফুট। আমাদের প্রায় সকল মঠেই মহারাজের ঐ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-স্তবকটি কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত 'শ্রীদয়িতদাস-প্রণতিপঞ্চকম্', 'শ্রীদয়িত-দাস-দশকম্', 'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্', 'শ্রীমদ্‌গৌরকিশোরনমস্কারদশকম্', শ্রীমদ্রূপপদরজঃ প্রার্থনাদশকম্', শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দদ্বাদশকম্', 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপ্রণতি', শ্রীল গদাধরপ্রার্থনা', 'ঋক্ তাৎপর্য্যম্', 'শ্রীগায়ত্রী নির্গলিতার্থম্', শ্রীপ্রেমধামদেবস্তোত্রম্', 'শ্রীগৌর-সুন্দরস্তুতি-সূত্রম্' প্রভৃতি স্তোত্র আমাদের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ভজনানন্দী সতীর্থপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ এবং নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীশ্রীভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ অত্যন্ত প্রীতির সহিত কীর্ত্তন ও আস্বাদন করিতেন।

প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীল শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের সম্পাদকতায় শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদের সমগ্র "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থখানি শ্লোক, টীকা, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্' (পূজ্যপাদ মহারাজের স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্লোক, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ সহ) প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে এবং ইংরাজীভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে—

1. Ambrosia in The Lives of The Surrendered Souls. 2. The Search for Sri Krishna Reality The Beautiful (Eng. & Spanish). 3. Sri Guru & His Grace (Eng. & Spanish). 4. The Golden Volcano of Divine Love (Eng. & Spanish). 5. Sri Srimad Bhagavad Gita. The Hidden Treasure of Sweet Absolute. 6. Sri Sri Prapanna Jivanamritam (Life Nectar of The Surrenderd Souls). 7. Loving Search For The Lost Servant. 8. Relative-Worlds. 9. Sri Sri Prema Dhama Deva Stotram (Beng. Eng. Hindi. Spanish. Dutch & French). 10. Reality By Itself & For Itself. 11. Levels of God Realization The Krishna Conception. 12. Evidencia. 13. Sri Gaudiya Darsan. 14. The Bhagavata. 15. Sadhu-Sangha (Monthly). 16. La Busqueda De Sri Krishna. 17. The Search. 18. The Divine Message. 19. Haridas Thakur, 20. The Guardain of Devotion. 21. Lives of The Saints. 22. Subjective Evolution. 23. Ocean of Nectar. পাশ্চাত্ত্যদেশে বিদ্বৎসমাজে ঐ গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেছে।

আমাদের আরও আনন্দের বিষয় যে, পাশ্চাত্ত্যদেশের বহু-সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার আনুগত্যে বিপুল উদ্যমে ভজন সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহে পাশ্চাত্ত্যের বহু স্থানে প্রচার-কেন্দ্র স্বরূপ মঠ-মন্দিরও সংস্থাপিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ মহারাজ অতিবৃদ্ধ হইলেও প্রায়শঃ শায়িত বা অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় একস্থানে থাকিয়াই দিগ্‌দিগন্তে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

— বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

পরমদয়াল গৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার বাণী, জগতে আরও অধিককাল ব্যাপকভাবে প্রচার করান, ইহাই আজ আমরা সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে সমবেতকণ্ঠে তচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

জয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীরাধা-গোবিন্দ সুন্দর জী কী জয়।

জয় সপার্ষদে—সপরিকর পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ কী জয়।

জয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম কী জয়। শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ কী জয়॥

—(*)—

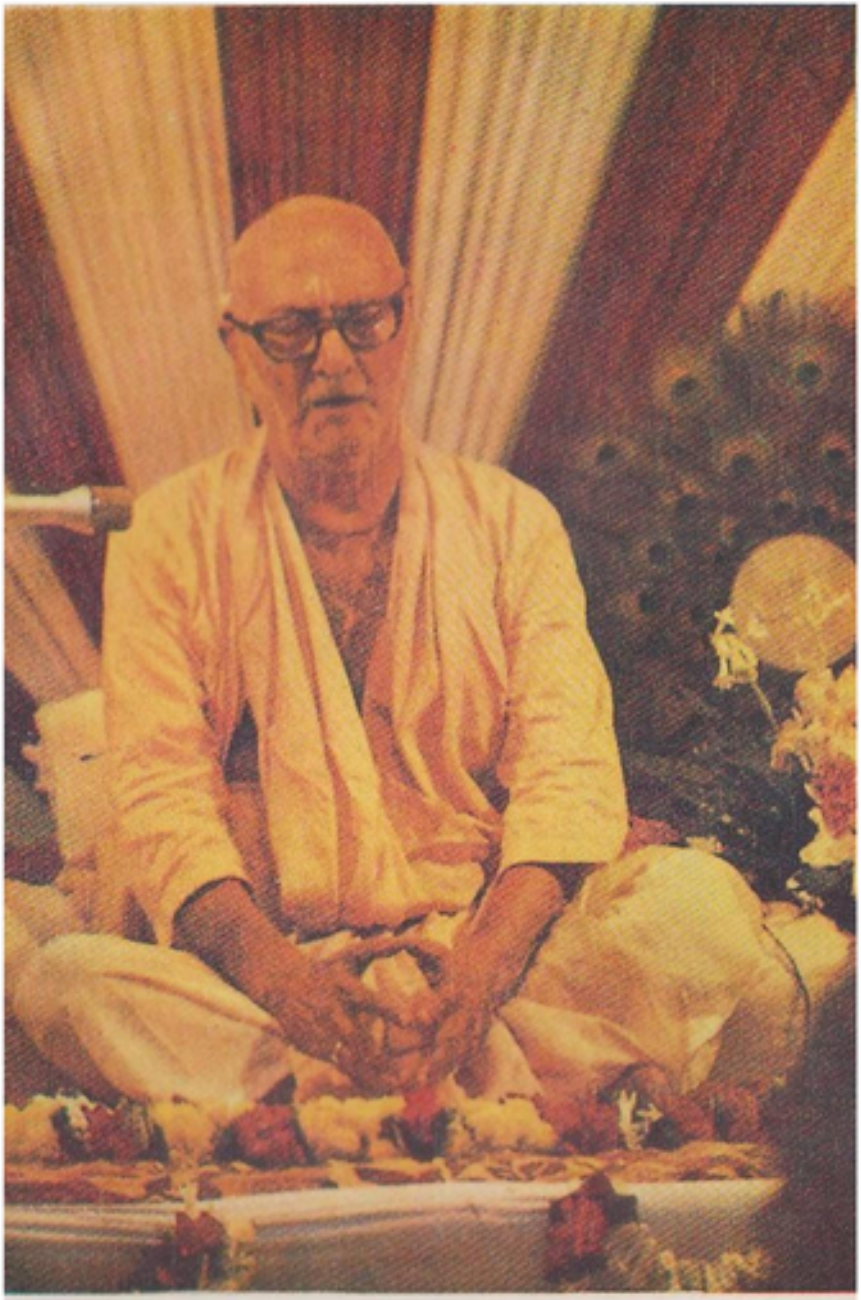

His Divine Grace
SRILA BHAKTI RAKSHAK SRIDHAR DEV
GOSWAMI MAHARAJ

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরু-তত্ত্ব

ত্রিদণ্ডিদেবগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি কমল মধুসূদন মহারাজ

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বেদান্ত বাক্যে একটী মাত্র তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই সেই পরাৎপর তত্ত্ব। একাধিক স্বতন্ত্র বেদানুগ শাস্ত্র সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইলে এই সিদ্ধান্তই নির্ণীত হয় যে সেই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বস্তু অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া অনন্ত চিদ্বিলাসপরায়ণ। তিনি অনন্তরূপে বিলাসপরায়ণ হইলেও তাঁহার অদ্বয়ত্বের হানি হয় না। বিষয় এবং আশ্রয়ের সম্মিলনেই চিদ্‌বিলাস সম্পাদিত হয়। বিষয়-জাতীয় বস্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ হইলেও চিদ্‌বিলাসের চমৎকারিতা প্রকাশের জন্য আশ্রয়ের অপেক্ষা আছে। বিষয় কৃষ্ণ এবং আশ্রয় রাধারাণী—উভয়েই পূর্ণ বস্তু। বিষয়ের সুখোৎপাদনের জন্য আশ্রয়-জাতীয় রাধারাণী অনন্ত-রূপে কায়ব্যূহ প্রকাশ করতঃ লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরু-তত্ত্ব একটী স্বয়ং স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহেন, পরন্তু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের সহিত সমাশ্লিষ্ট পূর্ণ তত্ত্ব (Divine Counter-whole). বিষয়-জাতীয় তত্ত্ব যেপ্রকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্ম নাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন কার্য্য করতঃ জগতের নিত্য কল্যাণ বিধান করেন; আশ্রয়-জাতীয় তত্ত্বও তদ্রূপ বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হইয়া জীবোদ্ধার কার্য্য করিয়া থাকেন।

স্বয়ং ভগবান আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইয়া চিল্লীলামিথুন শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত রসের পরাকাষ্ঠার কথা জানাইয়া গিয়াছেন। বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং সেই রস আস্বাদন করতঃ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আশ্রয়ের ভাব-কান্তিসম্বলিত গৌরহরি জগদ্‌গুরুরূপে নিজে আচরণ করতঃ জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

তাঁহার চরিত্রে গুরুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। বেদ এবং বেদানুগ শাস্ত্রের অতি সুগূঢ় রহস্য যাহা ইতঃপূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই, তাহাই শ্রীগৌরহরির চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণোক্ত—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

—বাক্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির জীবনের প্রতিটী কার্য্যই জীব-শিক্ষার জন্য। তিনি স্বয়ং ভগবান হইয়াও শ্রীঈশ্বর পুরিপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের লীলাভিনয় করতঃ জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের পক্ষে কৃষ্ণভক্তি দূরে থাকুক ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়াও সম্ভব হয় না। ভগবৎশক্তিসমন্বিত আচার্য্যবর্গ গুরু-পরম্পরায় জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবোদ্ধার-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর হইতে ভাগবত-পারম্পর্য্যে যে-সমস্ত গুরুবর্গ জগতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ-রূপ রূপ-রঘুনাথের বাণীআচার-প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম দশম অধস্তনবর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আচার্য্য-লীলায় যে প্রকার ব্যাপকভাবে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব আচার্য্য-বর্গের চরিত্রে দেখা যায় না। সরস্বতী ঠাকুর বিপুল উদ্যমের সহিত সমগ্র বিশ্বে রূপ-রঘুনাথের বাণী কীর্ত্তনের যে অভিনব পন্থাসমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা সুধী সমাজ পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি তদাশ্রিত যে-সমস্ত ত্রিদণ্ডিপাদগণের দ্বারা সমস্ত জগতে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিয়াছেন শ্রীগৌর-সারস্বত-ধারায় প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ তাহার অন্যতম। তিনি গুরু-গত-প্রাণ— তাঁহার লেখনী এবং বক্তৃতার মধ্যে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ভাব-ধারার সুষ্ঠু সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদের চিন্তা-স্রোতের অনুকূলেই শ্রীল শ্রীধর মহারাজ সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণের জন্যই শ্রীল শ্রীধর মহারাজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। শরণাগত স্নিগ্ধ শিষ্যের হৃদয়ে শ্রীগুরুদেব আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি গুরুদেবতাত্ম হইয়া যে সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন বা যে সমস্ত স্তব-স্তুতি-প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের মনোভাব সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সারস্বতগণ সবলেই শ্রীল শ্রীধর মহারাজের লেখনীর

প্রশংসা এবং আদর করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিঘসাশীরূপে আত্ম-বিক্রয় করতঃ তদীয় যথাসর্ব্বস্ব রূপ-রঘুনাথের বাণীর পিয়নরূপে উচ্চ-শিক্ষিত সমাজে প্রচার কার্য্য করিয়া ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অপ্রকটের কিছু পূর্ব্বে তদীয় কক্ষের মধ্যে উপবিষ্ট মঠের বিশিষ্ট কয়েকজন বৈষ্ণবের সম্মুখে ঠাকুর মহাশয় শ্রীধর মহারাজকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের "শ্রীরূপ-মঞ্জুরীপদ, সেই মোর সম্পদ" গীতিটি কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীধর মহারাজ কীর্ত্তনে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন বলিয়া সংকোচ করায় জনৈক কর্ত্তৃস্থানীয় বৈষ্ণব অন্য জনৈক বৈষ্ণবকে উহা কীর্ত্তন করিতে আদেশ করাতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—আমি সুর-তাল-মান-লয় শ্রবণ করিতে চাই না। শ্রীল প্রভুপাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীল শ্রীধর মহারাজই উহা কীর্ত্তন করিলেন। এই প্রকার লীলাভিনয়ের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীধর মহারাজ রূপানুগ ধারার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবেন এবং তাঁহার সন্ন্যাস নামেও ঐ প্রকার ইঙ্গিত রহিয়াছে। আমি তাঁহার সতীর্থ হইলেও তিনি আমার সন্ন্যাস-গুরু। আমি শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিত হইবার পর হইতেই, আমি তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি বহুপ্রকারে তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। আমার বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব হেতু রূপ-রঘুনাথের বাণীর সুসূক্ষ্ম বিচার ধারণা করিতে অক্ষম, কিন্তু শ্রীল শ্রীধর মহারাজের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে আমার সন্দেহ নিরসন হয়। আমি আজ তাঁহার এই শুভ আবির্ভাব বাসরে শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে কায়-মনো-বাক্যে প্রার্থনা জানাইতেছি, যাহাতে তিনি আরও কিছু কাল সুস্থ শরীরে জগতে প্রকট থাকিয়া জগজ্জীবের নিত্য কল্যাণ বিধান করেন।

—(*)—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রপূজ্যচরণ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের ত্রিনবতিতম শুভ আবির্ভাববাসরে

দীনের প্রণতিকুসুমাঞ্জলি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিদর্শন আচার্য্য মহারাজ

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডা কাব্য, তর্ক, তর্ক, বেদান্ত, ভক্তি তীর্থ)

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুংলঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥
বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

আজ শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরপ্রবর্ত্তিত সদ্ধর্ম্মাচারক প্রচারকপ্রবর ভাগবত পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধরদেবগোস্বামী মহারাজের জগন্মঙ্গল আবির্ভাবিতিথিতে এই দীন অজ্ঞ তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীচরণকমলে সংখ্যাতীত প্রণতি নিবেদন করিতেছে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন যেরূপ পবিত্র ও বন্দনীয়, তাঁহার প্রিয়জনের জন্মদিনও সেইরূপ পবিত্র এবং বন্দনীয়। সর্ব্বসজ্জনবরেণ্য পুরাণকাননসঞ্চার-পঞ্চানন শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের অনুবর্ত্তনে আমি এই প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি। তাহার অর্থ— যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে পর্ব্বতলঙ্ঘন করায়, সেই, পরমানন্দমাধবকে আমি বন্দনা করি। পরমানন্দ শ্রীস্বামিপাদের শ্রীগুরুদেব, মাধব তাঁহার উপাস্য ভগবান শ্রীনৃসিংহ, তাঁহার সহিত অভিন্ন রূপে বন্দনা করিয়াছেন। 'মূক' যাহার কথা বলার শক্তি নাই, 'পঙ্গু' যাহার চলিবার শক্তি নাই, যেমন যাহার হাত পা নাই সে গ্রহণ করে এবং চলে (অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা) এই শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রের ন্যায়। এখানে যেমন ভগবানের হস্তপদ অপ্রাকৃত অর্থাৎ—আমাদের হস্তপদের ন্যায় প্রাকৃত জড় নহে, যেমন—"সাহিত্যরহিতঃ পঙ্গুমূর্খস্তর্কবিবর্জিতঃ"

যাহার সাহিত্যজ্ঞান নাই তাহাকে পঙ্গু এবং যাহার তর্কশাস্ত্রে জ্ঞান নাই তাহাকে মূক বুঝিতে হইবে। কেননা, মুখ্য অর্থের বাধ হইলে গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। যেমন এই জড় জগতের পিতামাতা, যে শিশু কাহাকে বাবা বলে বা মা বলে ইত্যাদি জানে না, তাহাকে 'এই তোমার বাবা এই তোমার মা' ইত্যাদি-রূপ সম্বন্ধজ্ঞান শিক্ষা দেন, সেইরূপ অপ্রাকৃতপিতা শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃতজগতের জ্ঞানহীন শিশু মায়াবদ্ধ জীবকে 'ভগবান্ তোমার নিত্যসেব্য' ইত্যাদিরূপ অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন, যাহার অপর নাম 'দীক্ষা'। "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব-কোবিদৈঃ॥ যেহেতু দিব্যজ্ঞান দান করে, এবং পাপের—প্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞানের সম্যক্ ক্ষয় করে, অতএব তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যগণ, তাহাকে "দীক্ষা" বলিয়া থাকেন। অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের নিকটে যাওয়ার গোপনতম পথ একটি, এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। পথ হল ভক্তি।

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া" (ভাঃ ২।৯।৩০)

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—পরমগোপ্য অনুভবসহিত আমার জ্ঞান এবং রহস্য (গোপনীয়) প্রেমভক্তি সহিততাহার অঙ্গ সাধনভক্তি আমি বলিতেছি, গ্রহণ কর। সেই পথে কি করে যেতে হয়, তিনি নিজে গমন করে হাতে ধরে নিয়ে যান অর্থাৎ নিজে আচরণ করে অন্যকে আচারে স্থাপন করেন। এইজন্য শ্রীগুরু-দেবকে আচার্য্য বলা হয়।

'আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে তস্মাৎ স আচার্য্য ইতি স্মৃতঃ॥"

তিনি কেবল এই বাগ-ইন্দ্রিয় ও চলন-ইন্দ্রিয়কে বলিবার ও চলিবার যোগ্যতা দান করেন তাহা নহে। কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ, জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং অন্তরিন্দ্রিয় মনপ্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতা দান করিয়া থাকেন। যদ্দ্বারা আমরা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন (হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনম্) করিতে পারি, সেই শিক্ষাও দিয়া থাকেন। ইহাকে সাধন-ভক্তি বা বৈধীভক্তি বলে। এই ভক্তির অনুশীলনে ভাগবতপঞ্চরাত্রপ্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের বিধিনিষেধ-পালন করিতে হয়। যতদিন ভাবভক্তির উন্মেষ না হয় ততদিন ভক্তিবিরুদ্ধ স্মার্ত্তকর্ম্ম এবং নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান পরিত্যাগ করিতে হয়। সাধনভক্তির উন্নতিক্রমে রাগভক্তিতে অধিকার হয়।

তাহাতে শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা নাই। যেমন চক্ষুকে বলিতে হয় না যে তুমি সুন্দররূপ দর্শন কর। সেইরূপ তাহাতে ভক্তের লোভোৎপত্তি কারণ।

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লোল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

আমাদের এই যে অপ্রাকৃতভগবৎতত্ত্বের জ্ঞানাভাব বা বিস্মৃতি অর্থাৎ বৈমুখ্য অনাদি, তদ্বিপরীত ভগবৎতত্ত্বের স্মৃতি বা সামুখ্য তাহার প্রাথমিক কারণ ভগবৎ কৃপা। কেননা ভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপায় তাহার স্মৃতি ও জ্ঞান এবং বিরূপশক্তি মায়ার নিগ্রহে তাহার বিলোপ হইয়া থাকে।

'মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ॥ (গীতা ১৫।১৫)'

তিনি সকল কারণের কারণ বলিয়া গৌণ ভাবে তাঁহাকে কারণ বলিলেও মুখ্য কারণ বলা যায় না। কেননা, ভগবৎবিমুখ জীব সকল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুরন্ত অনন্ততাপে নিরন্তর পীড়িত হইতেছে, তাহাদের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে ভগবৎকৃপা প্রবৃত্ত হয় না। কেননা পরের দুঃখ নিজের হৃদয়কে স্পর্শ করিলে কৃপারূপ চিত্তবিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবান সর্ব্বদা পরমানন্দময় পাপ পুণ্যের অতীত, দুঃখ তমোগুণময়, সূর্য্যে যেরূপ অন্ধকারের যোগ হয় না সেইরূপ ভগবানের চিত্তে দুঃখের উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব সর্ব্বদা বিরাজমান, করিতে না করিতে ও অন্যথা করিতে সমর্থ, ঈশ্বর হইতে বিমুখ জীবগণের সংসারদুঃখের শান্তি হয় না। অতএব সাধুগণের কৃপাই একমাত্র সম্বল। সাধুগণ সিদ্ধাবস্থায় দুঃখের দ্বারা স্পৃষ্ট না হইলেও জীব যেমন স্বপ্নাবস্থায় যে দুঃখ অনুভব করিয়াছে, জাগ্রত অবস্থায় সেই দুঃখ না থাকিলেও তাহা স্মরণ করে, সেইরূপ সাধুগণ কখনও অতীত দুঃখের স্মরণও করিয়া থাকেন। অতএব সাংসারিক লোকের প্রতি তাঁহাদের কৃপা হইয়া থাকে। যেমন শ্রীনারদের কুবেরপুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীবের প্রতি, অথবা ভরতের রহুগণ রাজার প্রতি অথবা প্রহ্লাদ মহারাজের তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট ভগবৎ বিমুখ জনগণের প্রতি কৃপা হইয়াছিল। অতএব সাংসারিক দুঃখ ভগবৎ কৃপার কারণ হইতে পারে না।

কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপা 'এই দুঃখে তিনিই আমার শরণ অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা' এই প্রকার দৈন্যাত্মিকা ভক্তি-সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। যেমন গজেন্দ্রপ্রভৃতির প্রতি, [গজেন্দ্র পূর্ব্বে ভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ছিলেন অগস্ত্যের শাপে হস্তী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি কুম্ভীরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বজন্মে শিক্ষিত ভগবানের স্তুতি করায় ভগবান তাহাকে কৃপা করিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন]

'জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্‌জন্মন্যনুশিক্ষিতম্'। ভাঃ ৮।৯।১

সর্ব্বপ্রকারে ভক্তের ভক্ত্যনুভবই ভগবৎ কৃপার কারণ, প্রাকৃত দুঃখ কারণ নহে। কেন না, যোগ্য কারণ সত্ত্বে অযোগ্য কারণ কল্পনা উচিত হয় না। দুঃখের সম্ভাব ভগবৎ কৃপার কারণ হইলে সংসারের উচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়। ভক্তি—ভক্তকোটিপ্রবিষ্ট ভক্তচিত্তের আর্দ্রীভাবকারিণী ভগবানের শক্তিবিশেষ এবং দৈন্য সম্বন্ধে সেই ভক্তি অধিক উচ্ছলিতা হইয়া থাকেন। এই জন্য সেই ভক্তের প্রতি ভগবৎ কৃপার আধিক্য দেখা যায়। অতএব যে কৃপা ভক্তগণে বর্ত্তমান, তাহা ভক্তসঙ্গবাহনা অথবা ভক্তকৃপাবাহনা হইয়া অন্য জীবে সংক্রমিত হইয়া থাকেন, স্বতন্ত্রা নহে, এই সিদ্ধান্ত! সেইরূপই ব্রহ্মা শিব নারদাদি ঋষি এবং দেবগণ দেবকী গর্ভস্থ কৃষ্ণকে স্তুতি করিতেছেন—

"স্বয়ং সমুত্তার্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ (ভাঃ ১০।২।৩১)।

হে স্বপ্রকাশ! আপনার প্রতি অধিক প্রীতিযুক্ত ভক্তগণ আপনার পাদপদ্মরূপ নৌকা অর্থাৎ সংসার-সমুদ্রপারের উপায় ভক্তিদ্বারা নিজে এই ভয়ানক সমুদ্র পার হইয়া এই সংসারসমুদ্র পারে নৌকা রাখিয়া অর্থাৎ পর পরবর্ত্তী জনের নিকটে ভক্তি প্রকাশ করিয়া (ভক্তি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া) পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। ভগবান নিজে বিমুখ জনগণের নিকটে কেন সেই ভক্তি প্রকাশ করেন না? কেন বা ভক্তকে অপেক্ষা করেন? তাহাতে বলিতেছেন—আপনি 'সদনুগ্রহ' অর্থাৎ সাধুগণ দ্বারাই অন্য জনগণকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অথবা সাধুগণই আপনার অনুগ্রহ অর্থাৎ আপনার যে অনুগ্রহ সাংসারিক জনগণের নিকটে বিচরণ করিতেছে, তাহা সাধুর আকারেই বিচরণ করিতেছে, অন্যরূপে নহে। 'সাধুগণের প্রতি যাঁহার অনুগ্রহ' সেই আপনি 'সদনুগ্রহ' এইপ্রকার ব্যাখ্যানেও ভগবদ্বিমুখ অসাধুজনগণের প্রতি আপনার অনুগ্রহ নাই, এই অর্থ পাওয়া যায়, অতএব সাধু দ্বারাই সেই ভক্তির প্রকাশন উচিত।

সৎসঙ্গের প্রতি হেতু তাঁহাদের স্বৈরচারিতাই স্বেচ্ছা। যেমন শ্রীনারদ শ্রীবসুদেবকে বলিয়াছেন—

"ত একদা নিমেঃ সত্রমুপাজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া॥" (ভাঃ ১১।২।২৪)

এক সময়ে নয় জন যোগেশ্বর 'যদৃচ্ছায়ণ' নিজ ইচ্ছায় অর্থাৎ অন্য কোন কারণ দ্বারা প্রেরিত হইয়া নহে, নিমিরাজার যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। সকলে পরমেশ্বর প্রেরিত হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভক্তগণের ইচ্ছানুসারেই ভক্তগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা বলিয়াছেন 'স্বেচ্ছাময়স্য' (ভাঃ ১০।১৪।২)

আপনার এই শরীর প্রেমবান স্বীয় ভক্তগণের যে যে ইচ্ছা, তাহার সম্পাদক, এবং 'অহং ভক্ত পরাধীনঃ' (৯।৪ ৩৩) ভগবান দুর্বাসাকে বলিতেছেন—'আমি ভক্তপরাধীন'। "তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ। লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্ যদৃচ্ছয়া" ॥ (ভাঃ ৬।১৪।১৪) ॥ শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন—এক সময়ে ভগবান অঙ্গিরা ঋষি এই লোক সকল ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছায় অর্থাৎ নিজ ইচ্ছায় চিত্রকেতুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। এখানেও ঋষির আগমন সময়েই চিত্রকেতুর ভগবৎ সাম্মুখ্য বা ভক্তি জাত হইয়াছিল, কিন্তু অন্য সময়ে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। অতএব তাঁহার পুত্রশোকে বিলাপ সময়ে শ্রীমান অঙ্গিরাই বলিয়াছেন "ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবসাদিতুমর্হতি" (ভাঃ ৬।১৫।১৯) ব্রাহ্মণের হিতকারী ভগবদ্ভক্ত আপনার অবসাদ (দুঃখ) উচিত হয় না। সাধুগণের কৃপা জীবের দুরবস্থা দর্শন মাত্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে, নিজের উপাসনাদি অপেক্ষা করে না। যেমন—শ্রীনারদের নলকুবর ও মণিগ্রীবের প্রতি কৃপা তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়াই হইয়াছিল, উপাসনাকে অপেক্ষা করে নাই ।

যিনি আমাদের শাস্ত্রবিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া শাস্ত্রশিক্ষা ও ভজনশিক্ষা দানরূপ অনুগ্রহ করেন, তাঁহাকে শিক্ষাগুরু বলে এবং যিনি মন্ত্রদানরূপ অনুগ্রহ করেন, তাঁহাকে দীক্ষাগুরু বলে। তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥" তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্ম দৈবতঃ। অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ" (ভাঃ ১১।৩।২১-২২)। যিনি শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য-বিচারে এবং পরব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবানের অপরোক্ষানুভবে নিষ্ঠা প্রাপ্ত, উত্তম শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসু তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। গুর্বাত্মদৈবত অর্থাৎ গুরু যাঁহার 'আত্মা' জীবন এবং 'দৈবত' অর্থাৎ ইষ্টদেবরূপে অভিমত, এইরূপ হইয়া তাঁহার নিকট ভাগবত ধর্ম অর্থাৎ ভক্তিশিক্ষা করিবে। 'অমায়ায়' নিষ্কপটে, যাঁহার 'অনুবৃত্তি' সেবা দ্বারা পরমাত্মা হরি তুষ্ট হন এবং নিজেকে দান করিয়া থাকেন। শব্দব্রহ্মে শাস্ত্র-তাৎপর্য্যে নিপুণ না হইলে শিষ্যের সংশয় ছেদন করিতে পারেন না এবং পরব্রহ্ম ভগবানের অনুভব না থাকিলে শিষ্যে জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারেন না। যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে তিঁহো তাঁহার প্রকাশ (চরিতামৃত) যদিও গুরুদেব চৈতন্যের দাস অর্থাৎ শক্তি, তথাপি আমি তাঁহাকে 'চৈতন্যের' ভগবানের প্রকাশ বলিয়া জানি, "নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ। যোঽন্তর্বহির্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি" (ভাঃ ১১।২৯।৬) শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—হে ভগবন্! বিবেকিগণ ব্রহ্মার তুল্য আয়ুপ্রাপ্ত হইয়া ভজন করিলেও আপনার অঋণী হইতে পারিবে না। কেননা, আপনাকর্ত্তৃক

কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উপকারই বলিতেছেন—যে আপনি বাহিরে আচার্য্য অর্থাৎ মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুর আকারে নিজ মন্ত্র ও ভগবানের উপদেশ দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া এবং চৈত্য অর্থাৎ অন্তর্যামীর আকারে নিজপ্রাপক বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ দ্বারা (দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে) নিজ ভজন করাইয়া 'স্বগতি' অর্থাৎ প্রেমবৎপার্ষদরূপা গতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে (চরিতামৃত)। যিনি সেব্য ভগবান তিনিই সেবক ভগবানের আকারে সেবাশিক্ষা দান করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় কৃষ্ণ নিজে তাঁর পা চুলকোচ্ছেন। যিনি এ জগতে ব্যষ্টিভাবে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভক্তাবতাররূপে বর্ত্তমান, তিনিই যোগপীঠে 'সমষ্টিভাবে' (একক) নিজ বামপ্রদেশে সাক্ষাদবতাররূপে ও গুরুরূপে বর্ত্তমান। এইরূপে পীঠপূজায় শ্রীভগবানের বামে শ্রীগুরুপাদুকাপূজন সঙ্গত হয়। "পীঠপূজায়াং ভগবদ্বামে শ্রীগুরুপাদুকাপূজনমেবং সংগচ্ছতে—যশ্চাত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে, স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববাম প্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপোবর্ত্ততে (ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৬) শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামক গ্রন্থে নিজগুরু শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদকে নিজের ইষ্টদেবতারূপে স্তুতি করিয়াছেন।

"বিশ্রামমন্দিরতয়া তস্য সনাতন—তনোর্মদীশস্য।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্ভবতু বিদুষাং প্রমোদায়॥" (ভঃ রঃ সিঃ ১।৩)

অর্থাৎ ভক্তিরসরূপ অমৃতের সিন্ধু (আনন্দসমুদ্রের ন্যায়) এইগ্রন্থ নিজরূপেই স্থিত হইয়া সর্ব্বদা নানা-শরীর-প্রকাশকারী শ্রীকৃষ্ণনামক মদীয় ঈশ্বরের 'সনাতন' নামক যে শরীর তাঁহার বিশ্রামগৃহরূপে অর্থাৎ গৃহতুল্যরূপে স্বীকার দ্বারা আনন্দ বিধান করুক।

আমরা যে মহাপুরুষের পরম-পাবনী আবির্ভাব-তিথি বন্দনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তিনি শব্দব্রহ্ম শাস্ত্র-তাৎপর্য্যে এবং 'পরব্রহ্ম' অধোক্ষজ অপ্রাকৃত স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ গুণলীলা-পরিকরগণের অপরোক্ষানুভবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত আচার্য্য কুলপতি জগদ্গুরু জগৎপূজ্য। ইনি তদীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্মতুল্য 'সুজনাব্বুদ-রাধিত-পাদযুগ' প্রাচ্যপ্রতীচ্যের বহুসজ্জন তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত, তিনি যেরূপ 'গুরুগৌরকিশোরকদাস্যপর ইনি ও সেইরূপ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গদাস্যপরায়ণ, তিনি পরমাদৃত-ভক্তিবিনোদপদ' ইনিও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি পরমশ্রদ্ধালু, তিনি জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদ' ইনি আশ্রিত জনগণকে পিতার অধিক স্নেহ করিয়া থাকেন; তিনি 'ভজনোর্জিত সজ্জন সঙ্ঘ-পতি'

ইনিও ভজনপ্রাণ ভজনসমৃদ্ধ সজ্জনসমূহকে পালন করিয়া থাকেন। তিনি 'হরিকীর্ত্তন মূর্ত্তিধর' ইনিও সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনকারী, তিনি 'পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশযতি' ইনিও মাদৃশপতিত জনগণের উদ্ধারের জন্য ত্রিদন্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত গৌরহরি' ইনিও সমগ্রবিশ্বে রাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃতহরি বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন ও কলিতেছেন। তিনি 'তরুধিক্কৃত-ধীর-বদান্যবর' ইনিও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু অর্থাৎ তরুকে ছেদন করিলেও সে যেমন ছেদককে কিছু বলে না, প্রত্যুত শাখাপত্রফলপুষ্প দান করিয়া থাকে, সেইরূপ ইনিও অজ্ঞজনের পরুষবাক্য সহ্য করিয়া তাহার নিকটেও হরিকথা কীর্ত্তনরূপ করুণা বিস্তার করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি, বন্দেগুরোঃ শ্রীচরণার বিন্দম্ শ্রীল নরোত্তমের আনুগত্যে উচ্চারণ করি 'শ্রীগুরুচরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম বন্দো মুই সাবধান মতে'॥ (শ্রীগুরুদেব ভক্তির আশ্রয় বিগ্রহ ভক্তির ভাণ্ডারী) যাঁহার প্রসাদে ভাই, এভব তরিয়া যাই, (যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদঃ, 'গুরু প্রসাদো বলবান্ ন তস্মাদ্ বলবত্তরঃ) যাঁহার প্রসাদে ভগবানের প্রসন্নতা, সেই গুরুর প্রসাদ বলবান, তাহা হইতে বলবান কেহ নহে। কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হইতে। তিনিই 'হস্তস্থরত্নাদিবৎ' কৃষ্ণকে দিতে পারেন। 'কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে' (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) 'চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত' যিনি শুদ্ধাভক্তির সংস্কার উদ্বোধনরূপ চক্ষুর উন্মীলন করিলেন, যাঁহার কৃপায় হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ হইল, তিনি কি কেবল এই জন্মে প্রভু, তাঁহার সঙ্গে কি এই জন্মে সম্বন্ধ? এই জন্ম কি প্রাকৃত—জড়জন্ম, যাহাতে 'মৃত্যু' অত্যন্ত বিস্মৃতি আছে, ইহা অপ্রাকৃত জন্ম, ইহা নিত্য, তিনি জন্মে জন্মে প্রভু। নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য।

ভগবান জগতে মনুষ্যাকারে অবতীর্ণ হইলেও প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, পরব্রহ্ম। তাঁহাতে যাহারা মনুষ্যবুদ্ধি করে, তাহারা বুদ্ধিভ্রংশকারক রাজস তামস স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মমভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ (গীতা ৯।১১-১২)

ভগবান বলিতেছেন—সর্ব্বভূতের মহান ঈশ্বর আমার মানুষাকার (আনন্দঘন) এই প্রকৃষ্টরূপ

পরমাত্মতত্ত্ব, ইহা না জানিয়া অজ্ঞগণ আমাকে মানুষ বলিয়া অনাদর করিয় থাকে। তাহাদের সকল আশা সকল কর্ম সকল জ্ঞান নিষ্ফল।

সেইরূপ শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে সেই অবজ্ঞারূপ অপরাধে তাহার ভক্তি আবৃত হইয়া থাকে।

"ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।
আভাসতাঞ্চ শনকৈর্নীচজাতীয়তামপি ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তের নিকট গুরুতর অপরাধ করিলে ভাবভক্তি ও অভাবত্ব প্রাপ্ত হয়; মধ্যম অপরাধে ভাবভক্তি আভাসতা প্রাপ্ত হয় এবং স্বল্প অপরাধে ভাবভক্তি হীনজাতীয়তা প্রাপ্ত হয়। "আচার্য্যবান পুরুষোবেদ।" আচার্য্য যাহার নিত্যসেবা, সেই মানব শ্রীভগবানকে জানিতে পারে। "আচার্য্যদেবো ভব" আচার্য্য তোমার উপাস্য দেবতা হউন।

"যস্যদেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশান্তে মহাত্মনঃ।"

যাহার আরাধ্যদেবের প্রতি যে প্রকার ভক্তি, গুরুর প্রতি যদি সেই প্রকার ভক্তি হইয়া থাকে, তবে সেই মহাত্মার হৃদয়ে শাস্ত্র কথিত তত্ত্ব সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভক্তের কথা কি? কর্মিগণেরও গুরুর প্রতি ভগবদ্ দৃষ্টি কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী প্রকরণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়োগুরুঃ' (ভাঃ ১১।১৭।২৭), ভগবান শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন—আচার্য্য (বেদাধ্যাপক) কে আমি বলিয়া জানিবে, কখনও অবজ্ঞা করিবে না। মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া অসূয়া (দোষারোপ) করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়। সেই কারণে পারমার্থিকগণ তাদৃশ গুরুতে সুতরাংই ভগবদ্দৃষ্টি করিবে, "যস্য সাক্ষাদ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ" "এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ। যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকোযং মন্যতে নরম্" ॥ (ভাঃ ৭। ৫।২৬ ২৭) 'সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানদীপ-প্রদাতা গুরুর প্রতি যাহার মনুষ্য এই প্রকার দুর্বুদ্ধি হয়, তাহার শাস্ত্র শ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় নিষ্ফল। গুরুর পিতাপুত্র প্রভৃতি তাঁহাকে মনুষ্য মনে করিয়া থাকে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন - এইগুরু সাক্ষাৎ ভগবানই, ইনি মনুষ্য এই প্রকার বুদ্ধি ভ্রান্তি। তাঁহার পুত্র প্রভৃতিকর্ত্তৃক মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা প্রতীয়মান হইয়াও গুরু ভগবানই যেমন শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীধর)। অতএব প্রাকৃত দৃষ্টি ভগবৎ তত্ত্ব গ্রহণে প্রমাণ নহে। আমরা যেন শ্রীগুরু বৈষ্ণবে প্রাকৃত মনুষ্য বুদ্ধিরূপ অনাদর না করি, শাস্ত্র বিশ্বাস-রূপা শ্রদ্ধাসম্পত্তি দানে এই দীনাতিদীনগণকে কৃপা করুন। আমাদের কুটিলতারূপ অপরাধ দূর করুন, সপরিকর আপনার শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণতি জানাই। 'যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেমে' ইতি।

—:※:—

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা

জনৈক ভক্ত ঃ—দণ্ডবৎ প্রনাম মহারাজ! অনেকদিন আপনার দর্শন পাই নাই। চারিদিকে বিপদ ও নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছি। তাই সময় মত আস্‌তে পারি না।

শ্রীল গুরুমহারাজ ঃ—এই জগতের প্রতি দুর্ব্বার আকর্ষণ, রাগ, দেষ, অহঙ্কারই হল মূল বিপদ। সংস্কারাবদ্ধ আমাদের আসক্তিই এখন পথ-প্রদর্শক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তারই হাত হতে নিস্কৃতি পাওয়া দরকার। আত্মরক্ষা করা দরকার। শান্তিলাভের জন্য, আনন্দ লাভের জন্য, সুখলাভের জন্য আমরা সকলেই দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছি। পারিপার্শ্বিকতাতে দোষ দিচ্ছি কিন্তু মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় পাচ্ছি না। তাদের *reform* করতে চাই কিন্তু তা *Imposible* শান্তিলাভের চাবিকাঠি নিজেকে *Control* করা এবং পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে *Adjust* করা। ভাল মন্দ লাভ লোকসান শীত-উষ্ণ সুখ দুঃখ সবই আগমাপায়ী। তুমি নিজের দিকে তাকাও। নিজের প্রতি সুবিচার কর। "আত্মৈব আত্মনো বন্ধু আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।"তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হল সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। দায়িত্বটা নিজের কাঁধে না রেখে আমার ওপর ছেড়ে দাও। এই হল গীতার দান। একজন জার্ম্মান্ পণ্ডিত—নামট মনে পড়ছে না (আমরা কলেজে পড়েছিলাম তাঁর সম্বন্ধে)। তিনি বলেছিলেন—গীতা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। কেননা গীতায় বলেছে *environment* এর ওপর তোমার কোন হাত নাই। তুমি নিজেকে *control* করে তার সঙ্গে *adjust* করে নাও শান্তি পাবে। যাইহোক শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্য আরও উন্নত বিচারের এক ষ্টেপ্ এগিয়ে দিয়েছেন।

তত্ত্বেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমানো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাক্ বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তি পদে স দায়ভাক্।"

অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ভগবানের হাত রয়েছে। তিনি নিষ্ঠুরও নন অবিচারকও নন। যা কিছু আস্‌ছে তোমার কল্যাণের জন্য আস্‌ছে। তিনি মঙ্গলময়। এবং স্নেহময়। সম্পদ বিপদ পারিপার্শ্বিকতা সব কিছুর মূলে তাঁর ইচ্ছা কাজ করছে এবং সবটাই আমাদের মঙ্গলের জন্য। তাঁর *Sanction* ছাড়া কিছুই ঘট্‌তে পারে না। তিনি সজাগ দৃষ্টিতে সবকিছু দেখ্‌ছেন। অতএব বন্ধুভাবে সব কিছুর ফেস্ করতে হবে। 'ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।' দোষটা নিজের ঘাড়ে নাও। তাঁর রাজ্যে সবই সুন্দর। সেই সুন্দরের *Influence* এসে তোমাকেও সুন্দর করে দেবে। এই বিচারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই দেখ্‌বে তুমি সব ঝামালা হতে মুক্তি লাভ করে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছ। সুন্দরের দেশে প্রবেশ লাভ করেছ। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। অখিল কল্যাণ গুণমণি তিনি। শুধু কর্ম্ম বা জ্ঞানমুক্তি নয়, মুক্ত স্বরূপে-তোমার *Orginal* স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। "মুক্তির্হিত্বান্যরূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।" অর্থাৎ সেবাভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ শ্লোকটী আমাদের অনেক আশা অনেক ভরসা দিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। শুধু *Proper adjustment* দরকার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যেখানে যেখানে ভেসে উঠ্‌ছি, সেইখানে একটা করে ডিউটী পড়ে যাচ্ছে। এর আর শেষ নাই বা এভাবে একে শেষ করা যাবেও না। তুমি কত *Dimand* মেটাবে, তাই ভগবান গীতায় যেন সোনার থালায় অমৃত পরিবেশন করে দিয়েছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

Absolute call of life ঐ দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চল। ভগবান বল্‌ছেন—"আমি 'আছি কোন' অসুবিধা হবে না। সব দায়িত্ব আমি নেব।" আমি যখন মঠে এলাম, আমার গুরুদেবের কাছে, সেই সময়ের ঘটনা বলি। শ্রীমায়াপুর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, হল, মন্দিরেতে ঠাকুর গেলেন। মহাপ্রভুর জন্মোৎসব পরিক্রমা শেষ হয়েছে। উৎসব শেষে যে যার বাড়ী যাচ্ছেন। শ্রীল প্রভুপাদ একটী ক্যানভাসের চেয়ারে বারান্দায় বসে আছেন। আমি শোনার

আগ্রহ নিয়ে তাঁর পিছনে গিয়ে বসেছি, বাড়ী যাবার আগে ভক্তরা তাঁকে প্রণাম করতে এসেছেন। প্রভুপাদ তাঁদের বল্‌লেন—'আপনারা আমাকে বঞ্চিত করবেন না।' আমি কানখাড়া কর্‌লাম। বঞ্চিত হবার কি আছে? উৎসব সমাপ্ত হল, যে যার বাড়ী যাচ্ছেন—এতে বঞ্চনার কি হল? প্রভুপাদ বল্‌ছেন—আপনারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন—আপনারা কৃষ্ণভজন করবেন। আমিও সেই জন্যে আপনাদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধেতে আবদ্ধ হয়েছি। এখন দু'চার দিনের জন্য এসে আবার ফিরে যাচ্ছেন—সেই আবার সংসারেই। তা হলে তো আমি বঞ্চিতই হয়ে গেলাম। যদি বলেন, না প্রভু! বঞ্চনা করি নাই, এই দু'চারদিন একটু কাজ কর্ম্ম গুছিয়ে চুকিয়ে দিয়ে আমরা আবার ফিরে আসছি, এসে যা বল্‌বেন তাই করবো। আমি বলবো তার কোন প্রয়োজন নাই। যদি কেহ বলেন যে ঘরে আগুন লেগেছে আগুনটা নিভেই দিয়েই আস্‌ছি, আমি বলবো তারও প্রয়োজন নাই। আপনাদের, আমাদের সকলেরই একমাত্র স্বার্থগতি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সেবা ছাড়া জীবের আর কোন *Duty* নাই। সমগ্র দুনিয়া পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেলেও আপনার কোন ক্ষতি হয় না। আপনি চিন্ময় জীবাত্মা। আপনি মরেন না, পোড়েন না, আপনি নিত্য সনাতন তত্ত্ব। একমাত্র কৃষ্ণসেবা ছাড়া আপনার আর কোন কর্ত্তব্য নাই। আপনার যাবতীয় প্রয়োজন সব কৃষ্ণপাদপদ্মে। সেই সময় আমি *Finally Surrender* করলাম তাঁর চরণে। বুঝলাম সত্যিই তো আমরা সুখ চাচ্ছি, শান্তি চাচ্ছি, রস চাচ্ছি, যা কিছু চাচ্ছি তার ভেতর *Unconsusly* তাঁকেই চাচ্ছি। কেননা তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। রসই হল *Medium*। যেমন টাকা পয়সা, পাউণ্ড, ডলার, রুবল প্রভৃতির মূল *Standered* হচ্ছে *Gold,* সেই রকম আস্তিক হতে নাস্তিক পর্য্যন্ত সকলের—সব কিছুর মূল *Standired* হচ্ছে 'রস'। এজগতে সে জিনিষ কোথায় পাবো? ঐ পরতত্ত্বে *Absolutely Surrender* ছাড়া আর কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, কেননা বেদান্ত বলছেন "রসো বৈ সঃ" তিনিই হলেন অখিল রসের মূর্ত্ত বিগ্রহ। "চৈতন্যোরসবিগ্রহ" *Extascy* সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। *Reality the Beautifull* তা সে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ পন্থা—কোন পন্থাতেই তো পাবে না—ঐকান্তিক শরণাগতি ছাড়া সে জিনিস পাওয়ার আর কোন পথ নাই। "কর্ম্মবন্ধ জ্ঞানবন্ধ আবেশে মানব অন্ধ। তাতে কৃষ্ণ করুণা সাগর॥ পাদপদ্ম মধু দিয়া অন্ধভাব ঘুচাইয়া। চরণে করেন অনুচর॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু

তাই যখন রাম রায়ের মুখে শুনলেন যে "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি" তখন বললেন, হ্যাঁ, "এহো হয় আগে কহ আর ॥" জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। *Super subjective* এরিয়াতে যেতে হবে। জ্ঞানের চরম ভূমিকা হচ্ছে *justice*। কিন্তু *justice* এর উপর হল *Mercy*। জ্ঞান তা দিতে পারে না। স্নেহময় ভূমিকা, প্রেমময় ভূমিকা, সেবাময় ভূমিকায় সেইটা পাওয়া সম্ভব। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে সেই দিকে টেনে নেবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন। বাস্তব জীবনের একমাত্র *Solution* হচ্ছে ব্রহ্ম পরমাত্মার অনেক ওপরে যে ভগবৎ ধাম, সেই ধামের মধ্যে জ্ঞানশূন্যাভক্তির যে বিভিন্ন উত্তমোত্তম প্রকোষ্ঠে ভগবানের সেবাবিলাস চলছে, কোনপ্রকারে সেইখানে একটু আশ্রয় করে নেওয়া। সেইটাই হল জীবের চরম প্রাপ্তি। একমাত্র সম্পদ।

——::(*)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরুপ্রেমধাম

আমাদের চৈতন্যসত্তা ও তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি যেমন অভিন্ন, জীবন ও জীবনবোধ, ভগবৎতত্ত্ব ও শ্রীভগবৎপ্রেম যেমন একাত্ম, শ্রীনাম ও নামী, শক্তি ও শক্তিমান, প্রভাত-সূর্য্য ও তার অরুণ আলোকচ্ছটা যেমন, শ্রীভগবান ও তদীয় প্রিয়তমবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেরূপ এক-অভিন্ন স্বরূপ ঠিক তদনুরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁর অগ্রগণ্য, অতিপ্রিয়, একনিষ্ঠ অধস্তন, উত্তরাধিকারী, সাক্ষাৎ সেবাবিগ্রহ আচার্য্যবরও পরস্পর অভিন্ন বা একাত্ম, অতএব একান্ত স্বাভাবিকভাবেই সেই শ্রীগুরুকরুণামূর্ত্তি আচার্য্যবরের প্রতি শরণাগতি, সেবা, আন্তরিক পূজা নিবেদনের মধ্য দিয়েই শ্রীগুরুপূজা আদর্শভাবে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। ভক্তি-শাস্ত্রে বহু ক্ষেত্রেই 'তাঁর পূজা' অর্থাৎ ভগবানের পূজা অপেক্ষা 'তদীয়ের পূজা' বা তাঁর ভক্তের পূজাকে শ্রেষ্ঠতর বলা হয়েছে—

—"তস্মাৎ পরতরং দেবি ! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্"।

'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' ইত্যাদি শ্লোকনিচয়ে সেই আশাময়ী, প্রাণবন্ত বাণীই দেখতে পাই। আমাদের প্রতি ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর তথা অন্যান্য গুরুবর্গের শিক্ষাই হোলো আরোহ পন্থায় নয় অবরোহ পন্থায়, শ্রৌত পন্থায়, আনুগত্যময়ী সেবা-পন্থাতেই ভগবদুপলব্ধি ঘটে এবং এই ভগবদুপলব্ধি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যময়ী সেবার মধ্য-দিয়েই লব্ধ হয়। অতএব 'শ্রীগুরুপূজার' মাধ্যমেই যেমন 'ভগবৎ-পূজা' অনুরূপভাবে শ্রীগুরু-অনুকম্পিত, তাঁরই কায়ব্যূহ-বিস্তার, বৈভব স্বরূপ, একান্ত প্রেষ্ঠ সেবক আচার্য্যদেবের আরাধনাই শ্রীগুর্ব্বারাধনা। আজ আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম শুভদিন; নিঃসীম আনন্দঘনলগ্ন, অখিলকল্যাণের উৎস শ্রীগুর্ব্বাবির্ভাবতিথি-পূজা-বাসর। শুদ্ধ শাস্ত্রীয় নিয়মে যেমন ভগবৎপূজার পূর্ব্বে 'আদৌ শ্রীগুরুপূজা' বিহিত হয়েছে অনুরূপভাবে এই পরম প্রিয় লগ্নে শ্রীগৌরাঙ্গাভিন্নতনু শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের

আরাধনার পূর্ব্বে তাঁর পরমপ্রিয়, অভিন্নস্বরূপ, অতীব অনুকম্পিত আচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের প্রতি যথাযোগ্য পূজা, মর্য্যাদা, শ্রদ্ধা, ভালবাসা অর্পণ করে তাঁর আনুগত্যে, আশ্রয়ে পূর্ণাঙ্গ গুরুপূজাই শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত কর্তব্য। মহাজন মুখনিঃসৃত 'গুরুজন শিরে পুনঃ শোভা পায় শতগুণ'—পদটিতে সেই উদার, সৌন্দর্য্যময় অনুভবই লাভ করি। তাঁর উন্নত শিরেই শ্রীগুরুদেবের সুচ্চ, অনন্ত মহিমারাশি আরও গৌরবান্বিত ভাবে, শতলীলাবিলাসে শোভাপ্রাপ্ত হয়। আমরা আর কতখানি জানি বা পারি গুরুপাদপদ্মকে আরাধনা করতে; ভালবাসতে? তাঁর হৃদয়ের প্রসারিত অনুভব, দৃঢ় শ্রদ্ধা, গভীর গুরুপ্রেম, প্রগাঢ় অনুরাগ-সেবাচেষ্টার সামান্য স্পর্শ পেলেও শ্রীগুরুতত্ত্বের অপ্রাকৃত স্বরূপ-মহিমা অনন্ত গরিমারাশি তাঁর অনুরাগময় আরাধনার দিব্য অমৃত-সৌন্দর্য্য কিছুটা অনুভব করতে পারি। তিনি গুরুপ্রেমময়, শ্রীগুরুপ্রেমধাম। আমরা প্রত্যক্ষ করি যে কিভাবে তিনি শ্রীল মহারাজের ইচ্ছা-ইঙ্গিতে, অভীষ্ট অনুসারে, সন্তোষ অনুযায়ী স্বীয় শ্রদ্ধা, স্নেহ, অনুরাগ সহযোগে বিবিধভাবে প্রতিনিয়ত সেবা করে চলেছেন এবং বিশ্বকল্যাণে তার (সেবার) চিরন্তন সৌরভ, অমৃতাস্বাদ স্বকৃপায় আমাদের মাঝে বিতরণ করে চলেছেন। বিচিত্র জাগতিক প্রতিকূলতা, প্রচণ্ড বাধা, বিপদ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, আঘাতের মুহূর্তেও সবকিছু আপন শরীরে সহিষ্ণুতার সাথে গ্রহণ করে ধৈর্য্যধারণ-পূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মের উদ্বেগ গ্রহণ করে তাঁর পাশে সব সময় নিজ কর্তব্যে দৃঢ়, অটল থেকেছেন। আমরা শ্রীল মহারাজের শ্রীমুখ থেকে ওঁর বিষয়ে অনেক প্রশংসা শুনেছি—তার অন্যতম 'ওঁর বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশম্ভুর অংশে জন্ম; সুতরাং তাঁর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য 'সিদ্ধি ওঁর মধ্যে দেখা যায়।' আমাদের বিভিন্ন দোষ, ত্রুটি উপেক্ষা করে তিনি সকলকে স্নেহশীল অভিভাবকের ন্যায় বন্ধুর ন্যায়, স্নেহ-বাৎসল্যে একত্রে আগলে রেখে শ্রীগুরুসেবা-সৌভাগ্যের সুযোগ প্রদান করে চলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা অনেক বড়।

তাঁর শ্রীল গুরুমহারাজের জীবন, চরিত্র, বিরাট পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, মহত্ত্ব এক কথায়, মহিমা-শংসনমূলক রচনাবলী প্রাণস্পর্শী ও মনোমুগ্ধকর। শ্রীল মহারাজের বাণী, শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভাবাদর্শ, চারিত্রিক মহত্ত্ব-গৌরব যে অপূর্ব্ব কাব্যময় ভাব ও ভাষারসুষমার মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সত্যই প্রশংসনীয়; সুমেধগণের আস্বাদনীয়, তাঁর অন্তরের ভাবৈশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্যেরই

প্রকাশ। শ্রীগুরুদেব নিজে তার প্রশংসা করে অনেক সময় সুখলাভ করেছেন ও সেই সঙ্গে অন্যান্য বিদ্বন্মণ্ডলীও সমাদর করে, প্রশংসা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন' পত্রিকা ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থের সম্পাদনা ও উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই স্বাভাবিক প্রতিভা ও গৌড়ীয় দর্শনে এক স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার, শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ-কীর্ত্তনে অসাধারণ যোগ্যতা দর্শনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বহু পূর্ব্বেই তাঁকে শ্রীমঠের পরবর্ত্তী আচার্য্যরূপে মনোনীত করেছিলেন।

তিনি 'ভক্তিসুন্দর'। গুরুপাদপদ্মকর্ত্তৃক তিনি এই নামেই বিভূষিত। 'ভক্তিসুন্দর' অর্থাৎ 'ভক্তিতে সুন্দর' বা 'ভক্তিসৌন্দর্য্যময়' অথবা 'ভক্তিসৌন্দর্য্যান্বিত'। শ্রীগুরুমহারাজের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তধারা-বহনকারী, বিস্তারকারী, প্রচারকারী, তাঁর (শ্রীল গুরুমহারাজের) বলিষ্ঠ, অন্তরস্পর্শী, হৃদয়গ্রাহী প্রচার প্রাচ্যের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র পাশ্চাত্যেও পরিব্যাপ্ত। শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ শ্রীগুরুদেবের এই পঞ্চম পুরুষার্থ পরমার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, শ্রীগৌর-করুণাশক্তি বিতরণ-লীলায় তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে ঋত্বিক আচার্য্যরূপে এবং গুরুরূপে বিবিধভাবে সেবা-সহায়তা প্রদান করে সকলের পরমমঙ্গল বিধান করে চলেছেন। এ বিষয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সকলের প্রতি নির্দেশ যে, তাঁর আনুগত্যে সেবা করে চলা। তিনি স্বয়', তাঁর প্রশংসা দ্বারা আমাদের নানারূপে প্রেরণা দিয়েছেন। আজ পরম শুভ শারদ শ্রীগুর্ব্বাবির্ভাব-তিথিতে আমরা সেই শ্রীগুরুপ্রিয়বিগ্রহ, দ্বিতীয়-স্বরূপ, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল গোবিন্দ মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁর যথাযোগ্য অর্চ্চনা করি ও প্রার্থনা জানাই তিনি সস্নেহে আমাদের আরও কল্যাণে অভিষিক্ত করে তাঁর নিত্যনব সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করুন। সেইসঙ্গে আরও প্রার্থনা—পতিতপাবন, পরমারাধ্য, আমাদের চিরপ্রিয় অভিভাবক, জনকাধিকবৎসল শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণাকিরণস্পর্শে সকল হৃদয়-কমলদল আপন সেবাসৌরভে, আনন্দে, সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়ে উঠুক।

—মঠাশ্রিত সেবকবৃন্দ

All Glories to Sri Guru and Gauranga

Sri Vyasa puja Offerings

(English)

October 16, 1987

The 93rd holy appearance day of our beloved spiritual master

: His Divine Grace :

Bhakti Raksaka Sridhar Deva Goswami Maharaj

yasya dave para bhaktir
yatha deve tatha gurau
tasyaite kathita hy arthao
prakasante mahatmanah

To those great souls who engage in exclusive
devotional service to the Supreme Lord &
also similarly serve the spiritual master
in such pure devotion, all the
purports of the Vedic litera-
tures are revealed

All Glories to Srí Guru and Gauranga

The Introduction, Blessings and Declaration Of the Spiritual Succession of Sri Caitanya Saraswat Math

by His Divine Grace Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Deva Goswami Maharaj, the Founder Acharya of the Math

"According to the desire of my Divine Master, I have been maintaining this disciplic succession but it is no longer possible for me, as I am now too old and invalid. You all know that from long ago I have chosen Sriman Bhakti Sundar Govinda Maharaj and I have given him sannyasa. All my Vaisnava Godbrothers are very affectionate towards him and it is also their desire to give him this position. I have previously given to him the charges of the Math and now I am giving him the full responsibility of giving Hari Nam, diksha, sannyasa etc. as an Acharya of this Math on behalf of myself.

Those who have any regard for me should give this respect and position to Govinda Maharaj as my successor. As much as you have faith in my sincerity, then with all sincerity I believe that he has got the capacity of rendering service in this way. With this I transfer these beads and from now he will do so on my behalf as Ritwik. The Ritwik system is

already involved both here and also in the foreign land. The Ritwik is the respresentative. So if you want to take from me, and you take by his hands, then it will be as well and as good as taking from me.

In the Mahamandal, Sagar Maharaj and many others, they are also Ritwik of Swami Maharaj and also myself. They may do so but, in this Math and in any math under this Math, he will be the representative. If anyone cannot accept this, he may leave the Math rather than stay here and disturb the peace of the Math. With all my sincerity and good feelings to Guru Gauranga, to the Vaisnavas and Acharyas, Mahaprabhu, Panca Tattva, Radha Govinda and their parshadas, with all my sincere prayers to Them, henceforth he will represent me in this affair, beginning from today's function.

Now I shall go from here and he will do the necessary. On my behalf he will give Hari nam, Diksha, Sannyas and everything.

Complete Dedication

His Divine Grace Sri Bhakti Raksaka Sridhar Dev Goswami Maharaj

Quality is necessary, indispensable in Krishna consciousness. Not partial dedication, but in connection with Krishna, the dedication must be of the whole-self, nothing less. The demand from an autocrat is categorically different. Krishna is not satisfied with any partial service. He wants to swallow the whole thing, not less than that. His, is the demand of an autocrat. But He is the Absolute Good, and He is Beauty. He is Harmony. He is the Law. He is everything. But His demand is such. Self-giving, that is the symptom of Sraddha. Otherwise, intellectaualism, just reading scriptures has no value. And also the physical association of the Sadhu, that also has no value, if there is no Sraddha. Insects, germs, and many other things are in physical association with a Sadhu. The association through dedication, Sraddha, is all important. And Sraddha means that if we dedicate ourselves to Krishna, we get everything. We receive whatever is necessary to result in fulfillment of our whole self.

Our guru-maharaja laid much stress in the service. We were not allowed to read so much even Srimad-Bhagavatam and the books of the Goswamis. Go and do service. The serving nature will attract your connection with the real thing. And no scripture, or knowledge, or even close connection with a saint can help, if there is no dedication, self-surrender, self-giving. If I am asked by a Sadhu, or by the Guru, to read a particular book, that is service. And if I read a book to enhance, or increase, my knowledge, that may be Jnana. If I, myself, take the initiative to read Shastra, that may contribute to some knowledge, but there is no service, as such. As Rupa Goswami states, Sevonmukhe hi Jihvadau (to understand Him is possible only through surrender). Otherwise, if we do not approach

with a spirit of service, then every- thing may be imitation, But we don't come in contact with reality. This is the speciality of the Gaudiya Math, ordered by our gurudeva, and also by Mahaprabhu and Rupa Goswami. That is the key to Vaikuntha, to deal with the infinite: surrender, service, dedication. Without knowledge and without much energy, one can attain fulfillment. Energy to move the hill, or the mountain, is not necessary. And to read all the religious literatures of the world, just to store them within the belly, that also won't come to any good.

THE BELL WILL RING AUTOMATICALLY

A typical example was shown in the Mahabharata. Krishna foretold that when the Rajasuya Yajna, the great sacrifice of Maharaj Yudhistira will be finished; then the bell will ring automatically. There was some bell, and when that bell would ring automatically, then everyone would know that the Yajna had been completed, so everything was finisned, but the bell did not ring.

Then Bhima spoke to Krishna, "The bell is not ringing, although the whole Yajna has ended."

"No, one thing is still remaining," Krishna replied.

"What is that ? What kind of thing ?"

"The Vaisnava seva, the service of the Vaisnava."

"What do you say ? So many munis, big rishis, Narada, Vyasadeva, and Yourself, have eaten and are satisfied. And You say that Vaisnava seva has not been done ?"

"Yes."

"Where is that Vaisnava ?"

Then Krishna indicated, "Go to the outskirts of the town. There you will find one man of the lowest caste. And he does not go anywhere. He is satisfied with taking the name of the Lord. Going on in his own way, he does not care for the passing of the world. His eyes are always full with devotion."

They went with their chariots to bring that man, and they found an ordinary poor

man of the lower class. They wanted to take him to the Rajasuya, so they approached him with folded palms. The man was perplexed: "Oh, so many big men have come to my cottage. What is the matter?"

He was informed, "We have come for you. You must go and take some food there." What could he do? He could not avoid the situation ; he had to go. Draupadi cooked many palatable dishes. She was thinking that so many rishis, munis, even Lord Krishna have been fed, but Vaisnava seva has not been done. With all her heart's might she prepared various kinds of cooked food. And the man was given, and he took. But the bell wasn't ringing.

"What is the matter?" Bhima asked. "It is finished, but the bell did not ring."

Krishna explained, "There must be some kind of offense committed against the Vaisnava seva. So the bell did not ring."

"What are you saying? You have some doubts about something, some conception against him?"

Then they asked one another if anyone had thought any evil about the man. And at last, Draupadi admitted, "I had something in my mind: that the man is low-born, I prepared so many curries with utmost skill, but the man mixed all the curries together and then eatthem. He does not know how to eat because he comes from a very low caste. I had that in my mind."

Krishna said, "Because there is some contempt for the Vaisnava, the bell is not ringing."

So they had to go to the man once again, and again he was brought, And this time, all were waiting with great respect when he was taking Prasadam. And the bell was ringing with each and every morsel.

Niskincana: he does not want anything, no name, no fame, nothing of the kind. Such a person does not aspire for anything, but is wholesale dedicated to the Lord. And he may be found anywhere, without any show of external grandeur. The richness is of the heart. No knowledge, education, elevated birth, power, or opulence is necessary. Krisnna conscious-

ness is so full, so self-sufficient and absolute, that even a particle of Krishna consciousness contains all opulence, all education everything. Service, self-dedication, Saranagati (surrender)—that's what is necessary,

apicet suduracaro, bhajate mam ananya-bhak
sadhur eva sa mantavyah, samyag vyvasito hi sah
(*Bhagavad-gita: 9-30*)

You fail to understand, but he is all right. He must be considered a Sadhu, the real honest man, and nothing else. He has no obligation to name, fame, or the things which attract us. He has self-contentment. Contentment does not require anything; it can stand alone, that is contentment, fulfillment. Krishna consciousness is so self-sufficient that it does not depend on anything to establish itself, beinga self-estblished.

NATURAL HUMILITY—THAT IS WEALTH

There was one Vaisnava, Vasudeva by name, in Kurmaksetra, just beyond Puri on the southern side. He was a leper—but what sort of leper? Many worms would fall from his wounds to the ground. So that they would not die, he gathered those worms and again put them in the wounds. He was a Brahmana. Anyhow, he understood in his internal mind "the Lord is coming and I shall have a chance to have His Darshan." Mahaprabhu went there, and after seeing, went away. When Vasudeva heard that the Lord, one "Sadhu" of extraordinary capacity, had come and gone only a short time ago, he was disappointed and fell tothe ground. "What is that? I could not have a glimpse of That Lord. He came and went away, and I did not have the capacity to have His connection, His Darshan." Mahaprabhu went almost a mile. Suddenly, He felt some attraction pulling Him backwards, and He had to run, run back, and found Vasudeva and embraced him. Vasudeva's whole body was transformed. The leprous body vanished, and a beautiful one emerged in its place.

Vaisnavas rather feel they are the poorest of the poor. Amongst the humble, they are the most humble. They will feel they are lower than a blade of grass. That is Doinya.

Bhaktivinode Thukura has written in one place how we are able to measure a Vaisnava. How can we understand? What is the key to diagnosis? Doinya: humility—natural, real humility. A show of humility has no value ; imitation has no value anywhere. Proper humility can only occur when one feels his connection with the autocratic Lord, hismaster. Then only can he feel humble. The servant of an autocrat has no position, no ego, what so ever. So natural humility is a wealth. What sort of Wealth that can capture the Autocrat ? The real servant has that position with the master. He is also attracted to that sincere servant. He is not heartless. He may be an autocrat, but He is not heartless. So service is necessary, nothing else. How can we attain that position, continue, and develop? How is it possible? The Sraddha will make us understand. Only one thing is required and nothing else: Laulyam api mulyam ekalam. We are thinking that we are such sound devotees, but we are devotees in dress. But the real inner hankering you feel there, it should be wholesale. Otherwise, only want, and you will have but there must not be any adulteration in that wanting ; it must, be sincere, Laulyam. No complaint can come against you, from any quarer. If you do not want, you don't have. The only price is to really want it. Don't refuse it. Understand the value of it, want it, and you will have it. Sraddha is a real regard to have: this is The thing, the highest thing, and only that can satisfy, my quench, my inner thirst. By giving your small self, you can get the whole infinite. How can we develop that sincere hankering ? With the contact of the Sadhu and with the help of the Sripture, we can try to satisfy that inner demand. The inner demand can only be satisfied by Krishna consciousness.

THE GREATEST TREASURE

This is the justification of the declaration: Sarva-dharman Parityajya, mam ekam saranam varja. (Bhagavad-Gita: 18-66) Give up all conceptionsof duty, all phases of duty. And "mam ekam," only reserve one. That is my, and your, position by natu e, by constitution. Try to understand this, and act. "Aham tvam sarva-papebhyo:" and whatever undersirable, sinful reaction that may exist, everything will vanish. No repentance will come

to you; you will have all satisfaction. This is the assurance. The greatest treasure ever found is so clearly and boldly put. The call is so bold and clear: give up all phases of duty and come to Me alone, and you won't have to repent for any loss. And Mahaprabhu says:

Yare dekha, tare kaha 'Krishna'-upadesa

There is no other duty, if you want to do anything good for the world, only go talk about Krishna. Try to distribute Him, who can compensate for all other alternatives. Try to distribute that central and absolute thing to help the people, the enviroment. No other duty will help. Enlist yourself and you will be loved. Your compassion and disposition will increase more and more. So many will benefitted. There can be no holier duty, as He has come in this age of Kali. Mahaprabhu said:

Yare dekha, tare kaha 'krsna,-upadesa
amara ainaya guru hana tara ei desa

Accept this because I have ordered it. Know that it is My instruction, so the ego that you have become a guru and are distributing Krishna consciousness, that dirt won't touch you. It is My order: with this idea on your head, go on distributing Krishna. Talk about Heart of the heart.

—※※—

Pure Devotion

Srila Bhakti Raksaka Sridhar Deva Goswami Maharaj

Bhidyate hṛdaya-granthiḥ, chidyante sarva-saṁśayāḥ
Kṣīyante cāsya karmāṇi mayi dṛṣṭe'khilātmani

"Our inner aspiration for *rasa*, ecstasy, is buried within our hearts which are tied down and sealed. But hearing and chanting the glories of Kṛṣṇa breaks the seal on the heart and allows it to awaken and open to receive Kṛṣṇa, the reservoir of pleasure, ecstasy Himself."

Here, *Śrīmad-Bhāgavatam* is saying: "There is a knot within the hearts but that knot will be torn asunder by Kṛṣṇa consciousness. At that time, the flow of our innate tendency for divine love (*svarūp Śakti*) will inundate the whole heart. When the knot of the heart is torn apart, then, as the sleeping soul awakens, the Goloka conception within will emerge and inundate his entire being."

But this is apparently a difficult problem. How is it possible that all our doubts may be cleared ? Is it possible for the finite to know everything ? This statement seems rather inconsistent. It seems absurd. The *Upaniṣads,* however say: "Who knows Him, knows everything. Who gets Him, gets everything." How will the finite know that he has everything that he has known everything ? It appears absurd, but it is confirmed in the scriptures. And if this problem is solved, then all problems are solved automatically. The finite will realize wholesale satisfaction; all his inquisitive tendencies

will be satisfied. This is confirmed not only in the *Upaniṣads*, but also in the *Śrīmad-Bhāgavatam.*

When I first came to the Gauḍiya Math, I mixed very carefully with the devotees. I thought, "They say that what they teach is the only truth and that all else is false—this is a bitter pill to swallow. They say, 'Everyone is suffering from ignorance. And what we say is the right thing.' "I thought, 'What is this ! A sane man cannot easily swallow such a pill," "I also could not digest it so easily at first. But what they were saying was confirmed by Śrī Caitanya Mahāprabhu, *Śrīmad-Bhāgavatam, Bhāgavad-Gītā*, and the *Upaniṣads*. All these authorities say, "Yes, it is so. If you know Him, everything is known. If you get Him, everything is gotten."

Śrīmad-Bhāgavatam (4. 31. 14), in a verse similar to the above line from the *Upaniṣads*, also says that all doubts are cleared by Kṛṣṇa consciousness, and as a result, we come into real Knowledge. There it is written:

Yathā taror mūla-niṣecanena
tṛpyanti tat-skandha bhujopaśākhāḥ
prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṁ
tathaiva sarvārhaṇamacyutejyā

"By watering the root of a tree, all the leaves and branches are automatically nourished. Similarly, by supplying food to the stomach, all the limbs of the body are nourished. In the same way, if we satisfy the central conception of the Supreme Absolute, all our obligations are automatically fulfilled."

If we put food into the stomach, the whole body is fed. If we pour water on the root of the tree, the whole tree is fed. In the same way, if we do our duty towards the center, then everything is done. This is the greatness, the mysterious position of the absolute center. He has control over the complete whole. This is the peculiar position of the center in the system of the organic whole.

If a particular position of the brain is captured, then the whole body is controlled: one needle in that particular section of the brain, and all the functions of the body will be paralyzed. The peculiar Position of the absolute center is some thing like that. So the impossible becomes possible.

Suppose I am a Poor girl who has nothing. Ordinarily it would not be possible to acquire anything. But if I marry a rich man who is the owner of a big property, I can have command over many things by my relationship with him. Although we may be poor, our relationship with a powerful master makes us the master of many things. In the same way, the Absolute Center controls everything, and our affectionate relationship with Him may endow us with the command of many things. This is how it is possible for the finite soul to have possession of everything—through the subtle link of affection.

Through Kṛṣṇa everything is possible. And the nearer we come to Him, the more we shall catch. His influence inspires His devotees, and all His qualities fill their hearts (*sarva mahā-guṇa gaṇa vaiṣṇava-śarīre, kṛṣaṇ-bhakte-kṛṣṇ-era guṇa sakali sañcāre—Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 22. 75*). In that way, although a devotee is not himself a Master, through the link of love he can

be master of anything. This is the line of thought explained by *Śrīmad-Bhāgavatam* and the *Upaniṣads.*

Without having a real connection with the Absolute center, your attempts to know everything will be useless. If you try to know even a particle of sand, lifetimes will come and go, millions of lives will pass, and you will continue to analyze the sand, finding no end to understanding even one particle.

THE ABSOLUTE CENTRE

We are told "If you want to inquire—inquire about the center. That is the call of the *Upaniṣads*: "Don't waste your time trying to analyze the smallest part of this creation, trying to be its master; it is not possible. Your inquiry should be properly guided." Kṛṣṇa says, "I am the center, and I say, 'Come to know Me, and through Me you will be able to know everything because I know everything and I control everything. Your connection with Me can give you that capacity. Approach everything through Me. Then you will be able to know the proper position of all things. Otherwise you will become acquainted with only a partial aspect of reality and that will be external and incomplete And you will pass millions of lives trying to know and understand reality to no end. "'*Bhāgavatam* says:

athāpi te deva padāmbhuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan mahimno
na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan

"Only one who is blessed with the mercy of the Lord can know His true nature. On the other hand, those who try empirically to understand

His inconceivable glories can study and speculate forever without arriving at the proper conclusion."

Here, through *Bhāgavatam,* Kṛṣṇa tells us, "You may devote yourself for eternity in an erroneous direction, with no possibility of coming to the end of understanding. But if you try to approach the absolute center, then in no time you will be able to know what is what." That is the direction given by the *Upaniṣads* and *Śrīmad-Bhāgavatam,* that is the direction we must take, and that is devotion.

It is so satisfying that once you have attained it, you won't care to know any other thing. We need only concentrate on Kṛṣṇa's service. *Śrīmad-Bhāgavatam* (10-14-3) declares:

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva
jivanti san-mukharitāṁ bhavadīya vārtām
sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ-manobhir
ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais tri-lokyām

"Hatefully giving up all intellectual attempts to understand the Supreme Truth those who want to realize You should completely surrender unto You. They should hear from self-realized devotees about Your holy name and transcendental pastimes. Whatever situation they may find themselves in, they should progress by fully dedicating their mind, body, and words to You. In this way the infinite, who is never conquered by anyone, becomes conquered through love."

We can approach the Supreme Lord only through submission, and when we achieve Him, we won't care for knowing anything else. We will

have no regard for what is happening or not happening in the outside world. We Will deeply engage in His service for His satisfaction. There, in His service, we will find the objectof our lives fulfilled. And this external knowledge of "thing outside" will seem to us as rubbish. We will realize, "What is the necessity of wasting time with all kinds of calculation—the nectar is here ! It is far deeper than what is found in the external plane." And at that time, we shall give all our attention to His service.

The question is often asked why *varṇāśrama-dharma,* the Vedic system of social stratification, was ignored by Śrī Chaitanya Mahāprabhu, and why it is that anyone from any social position is accepted by our devotional school. We have to cross over the constraints of the caste system (*varṇā-śrama-dharma*), offering the results of our work to Kṛṣṇa (kṛṣṇa karmārpanam), devotion mixed with the desire to enjoy the fruits of work (*karma-miśra-bhakti*) and devotion mixed with the desire of liberation (*jñāna-miśra-bhakti*). They have all been rejected by Śrī Caitanya Mahāprabhu. His slogan was *"eho bāhya āge kaha āra:"* "These things are external ; go deeper, go deeper." When Śrī Caitanya Mahāprabhu asked what is further and higher than all these different conceptions of theism, Rāmānanda Rāya suggested *jñāna- śūnyā bhakti,* unalloyed devotion. When this was suggested by Rāmānanda Rāya, Mahaprabhu said, "Yes, here real theism begins."

—:*:—

All glories to Sri Sri Guru and Gauranga

Sri Vyasa-Puja offering

ALL GLORIES TO HIS DIVINE GRACE OM VISNUPADA SRILA BHAKTI RAKSAKA SRIDHAR DEV GOSWAMI MAHARAJ ON HIS DIVINE VYASA PUJA DAY 1987

পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িত-তনয়স্ত্বং প্রিয়-সুহৃ-
স্তমেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্।
ত্বদীয়স্ত্বদ্ভৃত্যস্তব পরিজনস্তদ্গতিরহং
প্রপন্নশ্চৈবং স ত্বহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ॥

For the entire creation You are the father, mother, beloved son, dear well-wisher and friend, You are the Universal Guru, the ultimate refuge.

And I also am Yours, sustained by You, a member of Your family. You alone are my shelter, I am your surrendered soul, and such as I am, Your dependant.

If I am asked how I am keeping I reply that I am however You keep me.

Sri Bhakti Ananda Sagar

All glories to Sri Sri Guru and Gauranga

Sri Vyasa-Puja offering

Now, the Western world has begun to relish
Before this, only Indians could have that Fortune.
Your beautiful realizations about the
Transcendental glory of the devotional service of
Radha and Govinda. Before that,
Only Indians could have the fortune to hear them.
The history you describe personally :
"First Bhaktivinoda conceived the idea,
Then Bhaktisiddhanta put it within motion ;
Some of his disciples, like Bon Maharaja and
Goswami Maharaja, also participated.
And finally, through the person of Bhaktivedanta Swami
It came to such world-wide expression."
Today we find that your fine realizations
Have come to supply the needed support to the
Preachers and followers of this
World-wide mission of Shree Chaitanya Mahaprabhu, and
Firmly consolidate, and enhance in a unique way
The esoteric aspect found in the ideal
Of our dear Saviour's doctrine.

You have lived indefatigably for that,
Standing undaunted by so much mundane opposition and
Selfish proposals. Oh, compassionate Vaisnava,
Real friend of our soul :
Therefore, we have all gathered now
On this day of your sacred appearance to
Express words of sincere gratitude.
How can we glorify you who deserves everything ?
We do not find anything within our most rustic
Storehouse to be offerable. To speak of your own life,
Your own qualities, we may glorify you.
Showing yourself in a form of
A simple sadhu, you serve within
Your ardent heart the richest wealth
Of Srimati Radharani's precious love,
Oh, master of the science of divine amorous pastimes,
Select disciple of Srila Bhaktisiddhanta :
Please, never leave the garden of our hearts,
Where devotion-breezes blow due to your presence,
The saintly resident of it.

Bhakti Kusum Ashram

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU & GOURANGA

Sri Vyasa-Puja Offering

Kanaka-Suruchirangam Sundaram Saumya-Murtim
Vibudhakula-Varenyam Shri Gurum Siddhi-purtim
Taruna-Tapana-Vaasam Bhaktidam Chidvilaasam
bhaja bhaja tu mano re Sridharam Samvidhaanam

Dear Guru Maharaj,

In you I find beauty and love which rains down with force, the incessant torrents of Mahaprabhu's love. You are the person who is open to all. Only from my side do I find emptiness. Not even the smallest service can I offer ; I am so inept. I am alive in a world of death. You are giving a glimpse of the world of life. Someday I long to live in that world and serve you.

Swami Bhakti Pavan Janardan

Humble Offering

Dearmost Srila Guru Maharaj ;

Please allow me to offer my prostrate obeisances at your Divine Lotus Feet and the following prayer on the most auspicious day of your Vyasa Puja.

Secrets of
Rasa
In
Liberty
Appeared

Bhakti's
Highest
Answers
Keli yuga's
Troubles Were
Interfeared

Running for mercy
A guardian was posted
Knowing very well the
Samaskara of all of us
A Saviour was needed
Knowledge of truth
A sweet solution, if you don't want to fall

Surrender to the holy saints and
Realizations will appear
In the guru tattva siddhanta
Devotees revere the
Holy darsan of those to the Lord they are dear
Attachment to you and we need no more fear
Radharani's mercy
And Goloka comes near
Dearmost master
Every soul to reclaim
Vaisnava Thakur, to this world you came

Gauranga Mahaprabhu
Our Lord of Nabadwip
Surely cannot be reached
Without serving your servants in Koladvip
Also at times of difficulty
My pledge there for is to always remain
In the dust of that etenal domain

My heart is like stone
And I do not deserve, to
Hear from your lotus lips
Any eternal order to serve
Recruiting for your group
A service divine
Jaya Srila Guru Maharaja
A hope that is mine

Krishna is yours
It is me who is wrong

Jaya Srila Bhakti Siddhanta
An associate you brought along
Yes it was my Guredeva who has sent me to you
And then I discovered in the one can be two

Your lost servant

B. A. Paramadvaiti

—⁂—

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU & GAURANGA

Most Respectful Offering

Om Visnupada Paramahamsa Sri Srila Bhakti Raksaka
Sridhara Deva Goswami Maharaj

On His Holy Vyasa Puja Day 1987

Kanaka surucirangam sundaram saumya-murtim
vibudha-kula-varenyam sri gurum siddhi-purtim
taruna-tapana-uasam bhaktidam civilasam
bhaja-bhaja tu mano re ! sridharam samvidhaanam

Dear Srila Guru Maharaj,

I pray to you on this holy day that I always want to be attached to your service in the holy association of Vaisnavas.

All glories to You on this holy day. I pray many more will come.

Tridandi Bikshu Swami B. S. Raddhanti

Sri vyasa-Puja Offering

Om Visnupada Paramahamsa Paribrajakacharya Astottara Sata Sri Sarva Sastra Siddhanta Vit Sri Srimad Bhakti Rakshaka Srila Sridhara Dev Goswami Maharaj. All glories on His 93rd Advent ceremony

Dear divine sweet gracious Grace
Srila Sridharadev, Thee, Lord of my fate
I pray, I beg, may my most humble obeisances
Also Today at Thy untouchable Lotus feet
Even slightly, O Almighty, please Thee please.

How much this searching soul has deeply fallen
Sridharadev, Gurudev, only Thee and None else know.
How then can I even imagine Thy greatness
The sweetest nectar as a river eternally swollen
And that's constantly flowing over its golden banks
Glory to Thee, Maintainer of my everlasting vow.

Today more than ever I am tearfully yearning
For Thy mercy, although overflowed with ecstatic
Sadness tinged with joy of uncontrollable madness.

For Thy causeless mercy I am not a fit candidate
If Thou turnest me down, still at Thy Lotus Feet
Will remain this most heaviest burden.
Where else to go, O sweet Guardian of Loving Pure Devotion ?

I could render service to Thy eternal servants
Only if it is Thy divine desire, O Truth of Truths.
My awakened soul is undergoing the violent whips
Of severe silence. Roaring Increasing Silence
Thoroughly deep within me, prey of Thy Holiness
And Thy inconceivable Goodness.

Behind the hidden screen I've got my eyes
Both, touchable though tenderly ointed by Thee
With Thy sanction I could wander and wander
In many holy places, places of Thy sweetest choice:
Where I could clearly see and recognizing Thee
Where I could warmly and bewildered Touching Thee
Where my tongue spoke only about Thy grace.

But Thou hast in Jagannatha Dham
Just here Thou hast embraced me wonderfully
But mortally, Yes we've met face to face.
O Jagat—Guru, Patita-Pavana, Sridharadeva
Please accept my heartfelt glories of glories.

Again Today with Thy permission
Here I am again in full submission

Wildly uprooting from my heart and dancing soul
All the glories destined for this most auspicious Day
These glories coming from the immense colorful crowd
Of billions and millions still dearing devotionally
The ardent holy dust of sun overlooded Puri Dham
Where I could realise that stilt undoubtedly
I have to become the servant of Thy servants.
O sweet Gurudev, will I then ever be able to fulfill
Really Thy Divine Desire, for my soul the eternal iron wire.

Thy faithful son of the rascaldom
Bhakti Madhurya Ban Maharaj

All Glory to Sri Guru and Gauranga

Sri Vyasa Puja Offering

Om Visnu pada Paramahamsa Parivrajakacarya Astottara-sata Sri Srimad Bhakti Raksaka Srila Sridhara Deva Goswami Maharaja

My Dear Uncle Prabhupada,

I offer my most humble and sincere, prostrate obeisances at your Lotus Feet on this auspicious day of your transcendental appearance in this world. Like the rays of the sun that come to earth to dispel the darkness, so Your Divine Grace has come to this world via the transcendental arrangement of Mahaprabhu, through the parampara system of disciplic succession, to destroy the darkness of ignorance within our hearts, with the light of transcendental knowledge.

You are a stalwart devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, in the line of Srila Rupa Goswami and You are a confidential servant of Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. In the sky of devotees, which is filled with many shining stars, you are like the moon and we, the fallen souls, are like the plants and creepers that derive nourishment from the rays of moon light.

On this day your dedicated servants, to whom you are intimately known, are glorifying Your transcendental qualities with choice words of devotion. However, my speeches have no value in their presence because I have no qualification and no proper ability or knowledge to understand Your exalted

position as a dear most servant of Sri Sri Radha Govinda. But by the grace of my eternal father, master, and guide I feel greatly inclined to beg from you one benediction. Kindly be merciful to this fallen soul and make me fit to understand the Divine Message of Mahaprabhu. If you are merciful to me, then our two great Lords, Nityananda and Sri Chaitanya, along with all Their followers and associates, will also be kind upon me.

This is my earnest request and humble prayer at Your Lotus Feet on this auspicious day of Your Vyasa Puja.

A Servant of Your Servant,
Tridandi Bikshu **Jagat Guru Swami**

All glories to Sri Sri Guru and Gauranga

Sri Vyasa-Puja offering

Aksnoh Phalam Tuadresa-Drrsanam Hi
Tanoh Phalam Tuadresa-Gatra-Sangah
jıvah-Phaȷam Tuadrsa Kirtanam Hi
Sudnrlabha Bhagavata Hiloke.

Dear Guru Maharaja, Seeing a person like you is the perfection of one's eyesight. Touching your Lotus Feet is the perfection of the sense of touch. Glorifying your good qualities is the tongue's real activity, for in the material world it is very difficult to find a pure devotee of the Lord."

Thank you for this wonderful opportunity to be in contact with your holy math and your dedicated devotees.

Waiting outside your door for the opportunity to be the servant of your intimate family,

Dasa dasanudasa
Aravinda Locan Dasa

All glories to Sri Sri Guru and Gauranga

Sri Vyasa-Puja Offering

Kanaka-Suruchirangam Sundaram Saumya-Murtim
Vibudhakula-Varenyam Shri Gurum Siddhi-purtim
Taruna-Tapana-Vaasam Bhaktidam Chidvilaasam
bhaja bhaja tu mano re Sridharam Samvidhaanam

Dear Srila Guru Maharaja,

On the auspicious occasion of the anniversary of your appearance in this world I beg to offer my dandavats at your Lotus Feet again and again. Whatever inspiration of pure devotion that I have been able to absorb from you I will always hold on my head as worshipable. Though my mind is constantly being harassed by various types of insanity, I pray that I may always be accepted amongst your chaste disciples.

Your aspiring servant,
Premananda das

In Glorification of the pure personality of Srila Sridhara Dev Goswami Maharaja

To the friend of the poorest and the wealthiest
My dearest well-wishing Master, through whom acintya is conceivable.
May our eternal diet be the mercy emanating from your heart of hearts so sweet,
I beg, count me as a petal in that golden mandala,
Of pure servitors surrounding your divine feet.
In one glint from the smile of your all-compassionate eyes,
Like a vast deep ocean or an endless sunrise.
You radiate everfresh revelation,
Of perfect eternal pure vibration
Where Paramahamsa's dive and sport in your every word again and again,
Relishing ambrosia in your utterance of Gauranga's holy name.
Auspicious circumstances manifest in all directions,
Suffering diminishes and harmony prevails,
Karuna is victorious over justice,
And love personified conquers all.
Just one cry from your golden heart, attracts Nitai and Gauranga,
To continue Their loving campaign for this most decadent soul,
Its only by your mercy, Acaryya of Acaryyas, that we might hear,
Their eternal inner herald.

Begging at Your fragrant petalled feet to please draw us
into the fold of Your Lord's Nitya-Kantas.

The most offensive scoundrel,
Madhurya-Krsna dasanudas.

Centers Around The World

Sri Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
(Regd.) 487, Dum Dum park,
(Opp. tank no. 3) Cal-700055 Phone—57-3293

Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolerganj, P. O. Nabadwip, Dt. Nadia
West Bengal. India. Phone—Nabadwip-85.

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
Vill. & P. O.—Hapania, Dt. Bardwan, West Bengal.

Sri Chaitanya Saraswat Math
Gourbarsahi Swargadwar, P. O. & Dt. Puri
Orissa. India.

Sri Chaitanya Saraswat Mandal
62 South 13th. Street, San Jose Ca. 96112, U:S.A
Tel. (408) 9717477

Sri Chaitanya Saraswat Math
49 Dinsdale Road, Blackheath, London SE—3,
United Kingdom, Tel (01) 853-1770

Sri Chaitanya Saraswat Sridhara Sangha
Calle Cabriales, Quinta Ruzafa, Colina de Bellomonte,
Caracas, Venezuela, Tel. (02) 7520067.

Sri Chaitanya Saraswat Math
Via Dandola 24, No. 41, Sc. B. 00I52 Rome, Italy.
Tel. (58) 99422

Sri Chaitanya Saraswat Math
Avenida Mexico 141
Col. Hipodromo, Deleg Cuauhtemoc
o6100 Mexico, D.F. Tel. (915) 574-1939

Gaudiya Vaishnva Society
1307 Church St, San Francisco, CA. 94114
U.S.A. Tel. (415) 647-3337

Sri Chaitanya Saraswat Math
Golden Litho, P. O. Box 21, Mullumbimby, N.S.W,
Australia 2482

Gaudiya Vaishnava Society
81-39 255 St, Floral Park, N.Y.
U.S.A. Tel. (718) 347-0784

The Temple of Sriman Mahaprabhu
61, Kampong pundut, Lumut 32200, perak,
Malaysia. Tel. (05) 935-155

Instit to de EstudiosVedicos
Calle Razzetti, Los Changuaramos, Caracas 1040,
Venezuelu. Tel. 662-7242

Instituto Superior de Estudios Vedicos
Carrera 3a. No. 54A-72, Bogota,
Colombia. Tel. 2559842

Instituto de Estudios Vedicos
Apartado postal 647, Santo Domingo,
Republica Dominicana

Instituto de Estudios Vedicos
Prolongacion Ave. Espana, Ensanche perellot No. 3
Santiago, Republica, Dominicana.

P. O. Box 64 (or 84) Badger, Ca, 93603 U.S.A.
Tel. (209) 337-2356

99, 10th. Ave.
Sydenham, Jonannesburg, South Africa

Sri Chaitanya Saraswat Math
Calle Reforma No. 864
Sector Hidalgo, Guadalajara, Jal,
Mex.co.

Calle Sur 5 No. 50
Orizaba, Veracruz
Mexico

N. S. S. S. Ashram
162-16 77th Road, Flushing.
New-York, 11366 U.S.A.

V.T. S.S. Ashram
R. Dr. Miranda de Azvedo 879 Cep. 05027
pompcia, Sao paulo, S.p. Brazil

Printer:—Sri Hari Charan Brahmachāry &
Sri Rāma Chandra Brahmachāry
Sri Chaitanya Saraswat Printing Works
Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolerganj P. O. Nabadwip
Dt. Nadia, West Bengal, India

Publications from Sri Chaitanya Saraswat Math

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য গ্রন্থাবলী

1. শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূর্ব্ববিভাগ ও দক্ষিণ-বিভাগ) 2. শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পশ্চিমবিভাগ ও উত্তর বিভাগ) যন্ত্রস্থ 3. শ্রীশ্রীপ্রপন্ন জীবনামৃতম্ 4. শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গীতা, 5. শ্রীশরণাগতি 6. কল্যাণ-কল্পতরু 7. শ্রীতত্ত্ববিবেক 8. শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য 9. শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত 10. গীতাবলী 11. পরমার্থ-ধর্ম্ম-নির্ণয় 12. উপদেশামৃত 13. অর্চ্চন কণ 14. শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন 15. কীর্ত্তন-মঞ্জুষা 61. শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার উপসংহার 17. শ্রীপ্রেমধধাম-দেব-স্তোত্রম্ 18. অমৃত বিদ্যা 19. শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলি 20. শ্রীগৌড়ীয়-পর্ব্বতালিকা 21, শ্রীকৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘবাণী। 22. Ambrosiā in The Lives of The Surrendered Souls. 23. The Search for Śrī Kṛṣṇa : Reality The Beautiful (English, Spanish & Italian). 24. Śrī Guru & His Grace (Eng. & Spanish). 25. The Golden Volcano of Divine Love. (Eng. & Spanish). 26. Śrī Śrimad Bhāgavad Gitā, The Hidden Treasure of The Sweet Absolute. 27. Śrī Śrī Prapanna Jivanāmritam (Life Nectar of The Surrendered Souls) 28. Loving Search For The Lost Servant 29. Relative-Worlds. 30. Śrī Śrī Prema Dhāma Deva Stotram (Eng. Beng. Hindi. Spanish. Dutch & French) 31. Reality By Itself & For Itself. 32. Levels of God Realization The Kṛṣṇa Conception. 33. Evidenciā. 34. Śrī Gaudiya Darsan. 35. The Bhāgavata. 36. Sādhu Sanga. (Monthly) 36. La Busqueda De Śrī Kṛṣṇa. 38. The Search. 39. The Divine Message. 40. Haridās Thākur, 41. The Guardian of Devotion. 42. Lives of The Saints 43. Subjective Evolution. 44. Ocean of Nectar.